ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ : www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 18 March, 2024 ■ আগরতলা ১৮ মার্চ ২০২৪ ইং ■ ৪ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ভোটের আগে বিরোধী শিবিরে ভাঙ্গন

বিজেপি সরকারের আমলে মানুষকে অভুক্ত অবস্থায় থাকতে হয় না : বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ ।। লোকসভা নির্বাচনের প্রাককালে বিরোধী শিবিরে ভাঙন অব্যাহত রেখেছে প্রদেশ বিজেপি দল। প্রতিদিনই রাজ্যের কোনো জায়গায় বাম ও কংগ্রেস দল ত্যাগ করে বিজেপি দলে যোগদান করছেন ভোটাররা। রবিবার ফের কংগ্রেসের ভোটব্যাঙ্কে থাবা বসালেন প্রদেশ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বরা।

এদিন ৬ আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে পৃষ্ঠাপ্রমুখ ও কার্যকর্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব, প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্যরা।

এদিনের এই সম্মেলনে বিজেপি নেতৃত্বদের হাত ধরে বাম কংগ্রেস ছেড়ে প্রচুর সংখ্যক ভোটার বিজেপি দলে যোগদান করেছেন।

এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, আগে কমিউনিস্ট শাসনে রাজ্যের কোনো উন্নয়ন হয়নি।

তারা শুধু ব্যর্থতার কাহিনী শোনাতো।

তবে বিজেপি সরকার আসার পর এখন রাজ্যের মানুষকে আর অভুক্ত অবস্থায় থাকতে হয়। বিনামুল্যে খাদ্যশস্য থেকে শুরু করে দালান ঘর সবকিছুর ব্যবস্থা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তাই উন্নয়নের লক্ষ্যে রাজ্যের দুটি আসনেই বিজেপির জয় নিশ্চিত বলে আশা প্রকাশ করেছেন বিপ্লব কুমার দেব।

নির্বাচনে বামগ্রেস জোট অটুট

পূর্ব আসনে বামেদের প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং, রামনগরে রতন দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ ।। লোকসভা নির্বাচনে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী হচ্ছেন রাজেন্দ্র রিয়াং। পাশাপাশি ৭ রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া উপনির্বাচনে বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী হচ্ছেন রতন দাস। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই জানিয়েছেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী।

রাজ্যে বাম কংগ্রেস জোট অব্যাহত থাকছে। আজ পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে মনোনীত প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর এমনটাই স্পষ্ট হল। এদিন বাম নেতৃত্বরা স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন যে বাম ও কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের সম্মতিক্রমে রাজ্যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বাম-কংগ্রেস একসঙ্গে লড়াই করবে। ফলে বলা যায়, ইন্ডিয়া জোটের ধারা রাজ্যেও অব্যাহত থাকছে।

এদিকে কংগ্রেস আগেই পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে প্রার্থী হিসেবে আশিষ কুমার সাহার নাম ঘোষণা করেছেন। ২০২৩ এর বিধানসভা নির্বাচনের পর ২০২৪ সালেও লোকসভা নির্বাচনে বামগ্রেসের সখ্যতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে এবারে এই জোট নির্বাচনে কতটুকু সাফল্য অর্জন করতে পারে সেটাই দেখার।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃত্বরা বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সাধারন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নির্বাচনে বামগ্রেসের পক্ষে ভোট দিতে আহ্বান জানান। তারা বলেন, রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর উন্নয়নের নামে সাধারণ মানুষকে শুধুমাত্র অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

এদিকে বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী রাজেন্দ্র রিয়াং যথেষ্ট আশাবাদী যে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে সাধারণ মানুষ তাঁকেই ভোট দেবেন। তিনি নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, বর্তমান সময়ে সংবিধান ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করাই সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই এই লক্ষ্যেই লোকসভা নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানিয়েছেন।

আসাম রাইফেলসের অভিযানে কোটি টাকার গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা / বিশালগড়, ১৭ মার্চ ।। আসাম রাইফেলস কাস্টম বিভাগের যৌথ অভিযানে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জিরানিয়া থেকে ১.০৮ কোটি টাকা মূল্যের ২৪০ কেজি গাঁজা জব্দ করা হয়েছে। গোপন খবরের ভিত্তিতে আসাম রাইফেলস ও কাস্টম বিভাগ যৌথভাবে জিরানিয়ায় একটি অভিযান শুরু করে। এই অভিযানে বিভিন্ন প্যাকেটে মোট ২৪০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছেন আধিকারিকরা। জব্দকৃত সামগ্রী অধিকতর তদন্ত ও আইনি প্রক্রিয়ার জন্য কাস্টমস বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

এদিকে, নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল বিশালগড় থানার পুলিশ। অটো গাড়িতে করে গাঁজা পাচারের সময় গাড়ি সহ ৬৬ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বিশালগড় থানাধীন ঘনিয়ামারা এলাকায়।

বিশালগড় থানার ওসি ইন্সপেক্টর রানা চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রবিবার সকালে পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে ঘনিয়ামারা এলাকা দিয়ে গাঁজা পাচার হবে। উক্ত খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ঘনিয়ামারা এলাকায় উৎ পেতে বসে। কিছুক্ষন পর যখন নেশা কারবারীরা অটো গাড়িতে করে গাঁজা নিয়ে যাচ্ছিল তখন পুলিশ ধাওয়া করলে গাড়ি ফেলে নেশাকারবারীরা পালিয়ে যায়।

পুলিশ গাড়ি সহ গাঁজা গুলি উদ্ধার করতে পারলেও কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। ঘটনায় অটোর মালিক রাজু দাস সহ আরও কয়েক জনের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় একটি মামলা গ্রহন করেছে বিশালগড় থানার পুলিশ।

বহিরাজ্যে পাড়ি দেওয়ার পথে আটক তিন রোহিঙ্গা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ ।। রাজ্যের আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েছে। তাতে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর পুলিশের কঠোর নজরদারিতে আগরতলা রেল স্টেশন থেকে আটক করা হয়েছে তিন রোহিঙ্গাকে। তারা দূরপাল্লার ট্রেনে করে বহির্রাজ্যের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার চেষ্টা করেছিল রবিবার। তিন রোহিঙ্গার গতিবিধি দেখে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেলে কাঁটা পড়ে মৃত্যু মহিলার

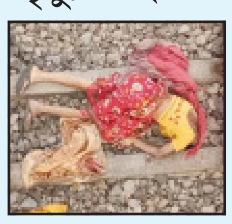

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৭ মার্চ ।। জোলাইবাড়ী বাগবাড়ী এলাকায় রেল লাইনে কাঁটা পরে মৃত্যু হয় এক বয়স্ক মহিলার। ঘটনার বিবরনে জানাযায় রবিবার বিকেল আনুমানিক ৩ ঘটিকায় বাইখোড়া থানায় খবর আসে জোলাইবাড়ী বাগবাড়ী এলাকায় রেল লাইনে কাঁটা পরে সপ্না মালাকার(৫৬)নামে এক বয়স্ক মহিলার মৃত্যু হয়।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটেযায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিমনায় বিজেপির সাংগঠনিক সভায়

জনজাতিদের উন্নয়নে বিপ্লবের সাহায্য চাইলেন প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ ।। রবিবার সিমনায় বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিজেপির প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব, তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মণ, মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

এদিনের সভায় দলীয় কর্মীদের নিয়ে সাংগঠনিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এদিনের সভায় জনজাতিদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়। এদিনের সভায় জনজাতিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মণ বলেন, জনজাতিদের উন্নয়নে বুবাগ্রা বদ্ধ পরিকর। তার জন্যে বুবাগ্রার উপরে বিশ্বাস রাখতে হবে। তবে বুবাগ্রা একা এই উন্নয়ন করতে পারবে না। তার জন্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাহায্য প্রয়োজন। এদিনের সভায় বিপ্লব কুমার দেবে হাতে হাত রেখে এমনটাই বললেন প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মণ।

স্বামীর বিরুদ্ধে নির্যাতনের অভিযোগ

মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে অগ্নিদগ্ধ বধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৭ মার্চ ।। স্বামীর অত্যাচারে অগ্নিদগ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন নাবালিকা গৃহবধূ। অগ্নিদগ্ধকে শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার করল নাবালিকার পিতা। ঘটনা মনু এলাকায়। সাত দিন পর আহত নাবালিকা গৃহবধূকে নিয়ে যাওয়া হয় চিকিৎসার জন্য। শরীরে বহু অংশে ধরে গেল পচন। বর্তমানে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে গৃহবধূ।

বিয়ের দুই মাসের মাথায় ১৬ বছরের এক নাবালিকা গৃহবধূকে গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে তার স্বামী বলে অভিযোগ। ঘটনা মনু এলাকায়।

ঘটনার বিবরণ দিয়ে নাবালিকা গৃহবধূর বাবা জানান তাদের বাড়ি খোয়াই থানাধীন আমপুরা এলাকায়। গত দুই মাস আগে মনু এলাকার রমেশ মুন্ডার সাথে ১৬ বছরের এই নাবালিকার বিয়ে দেন। বিয়ের পর থেকে স্বামী রমেশ মুন্ডা প্রতিদিন তার মেয়ের উপর শারীরিক নির্যাতন করতো। এইভাবে চলে প্রায় দুই মাস। গত ১০ ই মার্চ স্বামী রমেশ মুন্ডা তার মেয়ের শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। এরপর নাকি স্বামী রমেশ মুন্ডা পালিয়ে যায়।

অন্যদিকে গৃহবধূর বাবা কোনভাবেই ফোনে তার মেয়ের সাথে কথা বলতে পারছিল না। তাতে করে গৃহবধূর বাবার সন্দেহ হয়। এরপর মেয়ের বাড়িতে গিয়ে দেখতে পায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রার্থী কীর্তি সিং দেববর্মনের সমর্থনে ধর্মনগরে র‍্যালি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ মার্চ ।। নির্বাচন কমিশনের দ্বারা বারোতম লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পরে বিভিন্ন লোকসভা এলাকাগুলিতে রাজনৈতিক দলগুলির তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছে।

এরই অঙ্গ হিসেবে পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত আসনে মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মনের সমর্থনে ধর্মনগরে অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের নেতৃত্বে এক বিশাল রেলি অনুষ্ঠিত হয়।

এ রেলিতে উপস্থিত ছিলেন পুরো পরিষদের চেয়ারম্যান প্রদ্যুৎ দে সরকার, মন্ডল সভাপতি শ্যামল নাথ সহ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৫৯ ▫ ১৮ মার্চ ২০২৪ ইং ▫ ৪ চৈত্র ▫ সোমবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

চিনকে টক্কর, বাজিমাত ভারতের !

তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারত বড়সড়ো পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। যুগের পর যুগ ধরিয়া তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে চীন একচেটিয়া বাণিজ্য চালাইয়া গিয়াছে। চীনের অন্যতম বড় বাজার ছিল ভারত। প্রতিবছর ভারত থেকে কোটি কোটি টাকা লাভ করিত চীন। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্রম অবনতির ফলশ্রুতিতে ভারত সরকার চীনের উৎপাদিত বিভিন্ন সামগ্রী বয়কট করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার পাশাপাশি ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রকে আরো বলিষ্ঠ করিবার পদক্ষেপও গ্রহণ করা হইয়াছে। এবার একটি বড়সড় পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে ভারত। জানা গিয়াছে, ভারত এবার এমন ইলেকট্রনিক পণ্য তৈরি করিবার প্রস্তুতি নিয়াছে যাহা পশ্চিমী দেশগুলির "ইউজ অ্যান্ড থ্রো" মডেলের ওপর রীতিমতো আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে। এই প্রসঙ্গে সাউথ চায়না মর্নিং পোস্টের একটি রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, ভারত এখন আইটি সার্ভিস থেকে শুরু করিয়া উৎপাদনের দিকে কড়া নজর দিয়াছে।পাশাপাশি সেখানে আরও জানানো হইয়াছে যে, জিরো-কোভিড নীতির কারণে চিনের সাপ্লাই চেন রীতিমতো বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমন পরিস্থিতিতে, বেজিংয়ের প্রতি কোম্পানিগুলির "বিশ্বাসের ঘাটতি"-র সুযোগ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে ভারত। এদিকে, করোনার মত ভয়াবহ মহামারীর সময়ে ড্রাগনের কঠোর নীতির কারণে অ্যাপল ও ফক্সকনের মত বড় বড় সংস্থাগুলি চিনের বিকল্প খুঁজিতে শুরু করিয়াছে। ভারত 'ইউজ অ্যান্ড থ্রো'-র মত পশ্চিমী মডেল অনুসরণ করেনা।" এমতাবস্থায়, ওই ফাউন্ডেশন তাহাদের প্রথম প্রোডাক্ট হিসেবে শিক্ষার জন্য কম্পিউটার ট্যাবলেট নিয়া আসিয়াছে। যেটিতে খুব সহজেই নতুন পরিবর্তন নিয়া আসা সম্ভব। এই উদ্যোগটি বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে রহিয়াছে। যদিও, এই ভাবনা আইটি পরিষেবা থেকে ইলেকট্রনিক আইটেম উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশের একটি ভালো প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচিত হইবে।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী জানা গিয়াছে যে, বর্তমানে মোবাইল ফোনের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎপাদনকারী দেশ হইল ভারত। অর্থাৎ, এই ক্ষেত্রে চিনের পরেই রহিয়াছে আমাদের দেশ। এমতাবস্থায় বিশেষজ্ঞরা জানাইয়াছেন, দেশে অন্যান্য ইলেকট্রনিক পণ্যের উৎপাদনও দ্রুতহারে বাড়িতেছে। পাশাপাশি, একাধিক ইউরোপিয় এবং আমেরিকান সংস্থাও ভারতীয় পার্টনারদের সাথে আলোচনা করিতেছে। ইতিমধ্যেই দেশে স্যামসাং এবং অ্যাপলের মত জনপ্রিয় ফোন তৈরি হইতেছে।ভারতে সেমিকন্ডাক্টর তৈরির জন্য ফক্সকনের সাথে চুক্তি করিয়াছে বেদান্ত। এমতাবস্থায়, ফক্সকনের তরফে জানানো হইয়াছে , "আমরা যদি ডিজাইন সেন্টারে রূপান্তরিত হইয়া ভারতকে একটি প্রোডাক্ট নেশন হিসাবে স্বীকৃতি দিই, তাহা হইলে এটা একটা বিশাল সুযোগ হইবে। চিন যাহা করিয়াছে তাহা প্রায় ১৫ থেকে ২০ শতাংশ ধরা যাইতে পারে। ভারতে আই ফোন ও চিপ তৈরিতে ফক্সকনের আগ্রহ বাড়াইয়াছে। এটা খুব ভালো খবর। কারণ এত বড় সংস্থা দেশে আসিতেছে।" অদূর ভবিষ্যতেই ভারত তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে বড় ধরনের সাফল্য অর্জন করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া দেশবাসী আশাবাদী।

রবিবার একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি. স.):রবিবার পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও, বাংলার আটটি জেলায় শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

রবিবার দক্ষিণবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। শুধু তাই নয়, রবিবার দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা ও ঝাড়গ্রামে ঘণ্টায় ৫০-৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড় হতে পারে। হতে পারে শিলাবৃষ্টিও। বৃষ্টি হওয়ার ফলে অত্যধিক গরম থেকে কিছুটা রেহাই মিলবে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় দিনের তাপমাত্রার তেমন হেরফের হবে না। পরবর্তী চারদিনে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে যাবে। গরম কিছুটা কমবে।

তবে উত্তরবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির সেরকম কোনও সম্ভাবনা নেই বলে জানা গেছে।

হরিয়ানার কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে আহত ৫০

রেওয়ারি, ১৭ মার্চ (হি. স.): হরিয়ানার একটি কারখানায় বয়লার ফেটে আহত হলেন কমপক্ষে ৫০ জন। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। শনিবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে।

জানা গেছে, হরিয়ানার রেওয়ারি জেলার ধারুহেরা এলাকার একটি কারখানার বহু শ্রমিক আহত হয়েছেন এই ঘটনায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার কারখানা থেকে বিকট শব্দ শুনতে পান স্থানীয়রা। একটু পরেই বোঝা যায় কারখানার ভিতরে থাকা বয়লার বিস্ফোরণ হয়েছে। স্থানীয়দের থেকে পাওয়া খবরের ভিত্তিতেই দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। দমকল কর্মীদের বেশ খানিকক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।

চিকিৎসক ডাঃ সুরেন্দ্র যাদব জানিয়েছেন, কারখানার বেশ কয়েকজন কর্মী বয়লারের আশপাশেই ছিলেন। তাঁরা ব্যাপকভাবে জখম হয়েছেন। বিস্ফোরণের তীব্রতা বেশি হওয়ায় খানিকটা দূরে যাঁরা ছিলেন তাঁদেরও খানিকটা আঘাত লাগে। একসঙ্গে এতজন আহত হয়েছেন বলে আশপাশের কয়েকটি হাসপাতালকেও তৈরি থাকার নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন। ঠিক কীভাবে এই ঘটনাটি ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে প্রশাসনের তরফে।

টানা ৬ বার এফএ কাপের সেমিফাইনালে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৭ মার্চ (হি.স.): সিলভার জোড়া গোলে টানা ষষ্ঠবারের মতো এফএ কাপের সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

শনিবার এফএ কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ২-০ গোলে হারায় ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। প্রথমার্ধেই জোড়া গোল করেন বের্নার্দো সিলভা। সেমিফাইনালে ওঠার পথে এদিন রেকর্ড বুকেও নাম লেখাল ম্যানসিটি। সেই রেকর্ড হলো, এফএ কাপে প্রথম দল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি যারা টানা ছটি আসরে সেমিফাইনালে ওঠার রেকর্ড গড়ল।

সারা ম্যাচজুড়েই আধিপত্য দেখিয়েছে সিটি। ১৩ ও ৩১ মিনিটে দুটি গোল করেন সিলভা। দুই অর্ধে গোলের সুযোগ পেয়েছিলেন আর্লিং হলান্ড-ফিল ফোডেনরা। কিন্তু ২ গোলের জয় নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় সিটিজেনদের।

বাংলা ভাষার গোপন বিপ্লবী

নাটকের নাম 'মুক্তধারা'। সংলাপে মোক্ষম একটা কথা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মাঝে মাঝেই একলা বসে নিচু গলায় কথাটা বলি নিজেকে। 'জগৎটা বাণীময় রে, তার যে দিকটাতে শোনা বন্ধ করবি সেই দিক থেকেই মৃত্যুবাণ আসবে।' যে কোনও উচ্চারণই একজন বলে, আর একজন শোনে। শোনা-বলার এই বিপুল দুনিয়ায় একজন অন্যের হৃৎস্পন্দনের তালে নেচে উঠতে পারে--- একস্বর থেকে বহুস্বরে--- এক গায়ক থেকে কোরাসে--- কত প্রবাহে-প্রশাখায় ছড়িয়ে যায় স্বর, চিন্তা, স্বপ্ন, বেদনা, উল্লাস, সন্তাপ। সব ভাষা তো আমরা জানি না, তখন আবির্ভূত হন দোভাষী। বেঁধে দেন সেতু। বিরহের অন্তরালে সে গড়ে দেয় সংযোগ। হরিদ্বার আর হৃষীকেশের মাঝে যেন লছমনঝুলা। ওপার থেকে এপারে, এপার থেকে ওপারে .অনায়াসে চলে যাতায়াত, হাসি-কান্নার লেনদেন। একজনের সর্বমান্য ক্ষমতাদম্ভের অনিয়ন্ত্রিত চিৎকার তখন টেকে না। যার নাম স্বৈরতন্ত্র। যার নাম প্রতাপান্ধ আদেশ আর হুকুম। শ্বাসরোধকারী সেসব সময়ে আবির্ভূত হন অনুবাদক। মনে করিয়ে দেন--- তরজমা আসলে নানা ভাষা, নানা মত, নানা সংস্কৃতি, নানা ধর্মবোধ আর অজস্র রঙের নিশানের পারস্পরিক সংলাপ। হই-হুল্লোড়। মৈত্রী। বহুবচনের আবির আর অভ্র। 'এখন সময় হলো। ঐ দ্যাখো অতীতের নক্ষত্রের আলো---/ কেউ বাদ যাবে না উৎসবে: হলদে বা বাদামি, কিংবা শাদা, কালো---/ কেউ নয়। ঝাপসা না স্রোত; দ্যাখো ঐ ভাসে অতীত, জাহাজ---/ দীপ্ত শুকতারার আলোয়/ সকলেরই ডাক এলো আজ।/ কেউ বাদ যাবে না এখানে।/ কুলি কিংবা আড়কাঠি, শাদা-কালো, প্রভু-ক্রীতদাস।/ সমবেত সমীচীন নাচ হবে আজ।'

কবিতার এই পঙক্তিগুলি লিখেছিলেন কবি- অনুবাদক- কথাকার মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এডওয়ার্ড কামাও ব্রাথওয়েট আর ডেরেক ওয়ালকটের কবিতা অনুবাদগ্রন্থের উপক্রমণিকায়। কারা এই ব্রাথওয়েট আর ওয়ালকট? দু'জনেরই জন্ম ১৯৩০ সালে। এঁরা ওয়েস্ট ইন্ডিজের দুই প্রধান কবি। এই কবিতার তরজমাগুলি পড়তে পড়তে আমি আমার গলির ঘরে শুনতে পাই বার্বাডোজ আর সেন্ট লুসিয়ার সমুদ্রগর্জন, বাতাসের ঝোড়ো দাপাদাপির শব্দ! হাসি পায় নিজেদের অজ্ঞতাতেও। এই যে কবি ডেরেক ওয়ালকট, তিনি ১৯৯২ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। আমরা সাধারণভাবে জানি ওয়েস্ট ইন্ডিজকে এক ক্রিকেটের দেশ বলে। সেই দেশ সম্পর্কে সীমিত ধারণায় পড়তে বা বুঝতে বেশ কঠিন লাগতে পারে ব্রাথওয়েট আর ওয়ালকটের কবিতা। ফলে, 'স্তব্ধতার সংস্কৃতি' বইটির (১৯৯৭) দীর্ঘ ভূমিকায় মানবেন্দ্র আমাদের শুনিয়ে দেন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের ইতিহাস-ভূগোল আর উপনিবেশিত বহুস্তরিক বাস্তবতার সাতকাহন। লেখেন, 'আপনি কি জানেন না এই কালা আদমিগুলোর মধ্যে নৃত্যের সাবলীল সহজাত ছন্দ আছে, আছে পারকাশন বাদ্যযন্ত্রের তাল, স্যাক্সোফোনের মোচড় দেওয়া সুর। ক্যারিবিয়ানে কিন্তু শুধু ব্রিটিশ উপনিবেশই ছিল না, ছিল ফরাসি, ওলন্দাজ, এস্পানিওল উপনিবেশ। ক্যারিবিয়ানের একতীরে তো দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তার--- গায়ানা, সুরিনাম, কোলোম্বিয়া তো ক্যারিবিয়ানের উপকূলে। আছে দ্বিখণ্ড দ্বীপ এইতি (হাইতি), আছে কুবা, আছে মার্তিনিক।' এই বিচিত্র সমন্বয়ী সংস্কৃতি থেকে উঠে আসে ওয়ালকটের কবিতায় ক্রিকেট, ক্যালিপসো, প্রাণখোলা হাসি, রোদ্দুর, সমুদ্রঢেউ আর রাম-সমেত রমণীয় রাত্রিকে ছুঁয়েও তার অকল্পনীয় বিস্তার আত্ম- আবিষ্কারে, আত্ম- উদ্‌ঘাটনে। পথে- বন্দরে, মানুষের উৎসবে উদ্‌যাপনে। উল্লাসে-বিষাদে। তাঁর নতুন 'ওডিসি'। উপনিবেশের মানুষ তথা জনগোষ্ঠীর 'দেশ'-এ ফেরার বৃত্তান্ত। দেশ মানে আত্মশিকড়। মাটি। সংস্কৃতি। ভাষা। জীবনচর্যা। ইতিহাস।

অভিক মজুমদার

প্রায়শই মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বলতেন, অনুবাদক বা তরজমাকারীকে জানতে হবে, কবি- লেখকের ইতিহাস- ভূগোল। নইলে তাঁকে ধরা-ই যাবে না। বিশ্বমানচিত্র খুলে অনেক সময় তিনি দাগিয়ে দাগিয়ে বোঝাতেন দেশকাল, বৈশিষ্ট্য আর লেখকের অভিজ্ঞতার নিজস্ব নানা চিহ্ন। বলেছিলেন, অনুবাদের পাঠককেও এইভাবে প্রশিক্ষিত হতে হবে। বলতেন, আফ্রিকার লেখক আর পূর্ব ইউরোপের লেখক, লাতিন আমেরিকার কবি আর প্যালেস্তাইনের কবি কোন পরিপ্রেক্ষিত থেকে সৃষ্টির প্রবাহ তুলে আনেন, তার চাবিকাঠি লুকনো থাকে আলাদা-আলাদা বাস্তবতায়। সেই বাস্তবতা নির্মিত হয় ইতিহাস-ভূগোল আর সমাজ প্রতিবেশের মাধ্যমে। হয়তো সেজন্যই তিনি কবিতা-কথাসাহিত্য বা নাটকের ভূমিকা- উপক্রমণিকা -পরিশিষ্ট- ভূমিকার বদলে--- উত্তরকথন, নানা শিরোনামে কবি-লেখকদের প্রেক্ষিত তথা স্থান-কাল অনুযায়ী পরিবেশন করেছেন পাঠকের দরবারে। ঢেউয়ের-পর-ঢেউ এসে তটভূমিতে দাঁড়ানো পাঠককে বিস্ময়ে হতবাক করে দিয়েছে। এতই বিচিত্র সেই ঢেউ! তাঁর হাত ধরে বিপুলা বিশ্বের অজানা অচেনা অঞ্চলে পাড়ি জমিয়েছি আমরা। পর্বত-প্রান্তর, জনসংস্কৃতি-সমুদ্র, নদী-খেত, কলকারখানা ও শিশুসদন থেকে এমনকী, যুদ্ধক্ষেত্র-মেলা, উৎসব-পরব সবই জড়িয়ে-জাপটে সে এক রংবাহারি উদ্‌যাপন! বিশ্ব মানচিত্রের দিকে তাকালে বোঝা যায় তার বিস্তার। লাতিন আমেরিকা, পূর্ব ইউরোপ, ক্যারিবিয়ান, পশ্চিম ইউরোপ, ভারতীয় অন্য ভাষার সাহিত্য, আফ্রিকার সাহিত্য থেকে এশিয়ার সাহিত্য--- সর্বত্র তিনি পথপ্রদর্শকের হয়ে চিনিয়েছেন সাহিত্যের সহস্র মহল।

সন্দেহ নেই, বাংলা সাহিত্যে সেই কোন যুগ থেকে 'অনুবাদ' অহরহ ওতপ্রোত হয়ে আছে অক্ষরে-পঙ্‌ক্তিতে, কাহিনি-সংলাপে। সেই কবে কৃত্তিবাস-কাশীরাম, আলাওল-ভারতচন্দ্র থেকে মাইকেল- বিদ্যাসাগর- রবীন্দ্রনাথ বাংলায় তরজমার জয়নিশান উড়িয়েছিলেন স্বনিষ্ঠায়। তবে, লক্ষণীয় যে, পরবর্তীকালে এ-পথেই আসবেন বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে অরুণ মিত্র, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কিংবা শঙ্খ ঘোষ। তবে, তাঁদের ক্ষেত্রে জোর পড়েছিল পশ্চিম ইউরোপের অতিপ্রচারিত ঔপনিবেশিক প্রভুদের সাহিত্যের উপর। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় একা হাতে অজস্র তরজমায় ভরে দিলেন বাংলা ভাষার বাতায়ন। কেন্দ্রে এল 'তৃতীয় বিশ্বের সাহিত্য'। এল অজানা মহাদেশ আর অপরিচিত দ্বীপ- অন্তরীপ-মালভূমির কথা।

এত কথা মনে পড়ছে, তার প্রধান উপলক্ষ দু'টি। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছিল মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৮টি সাক্ষাৎকারের এক অনবদ্য সংকলন 'সাক্ষাৎ মানবেন্দ্র' নামক বইটি। প্রকাশক 'দশমিক'। সম্পাদনা: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়। অন্যদিকে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, বুধবার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে, বুদ্ধদেব বসু সভাঘরে প্রথম মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বৈঠক আয়োজিত হল। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র সন্তান কৌশল্যা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবাস থেকে পুরো অনুষ্ঠানটি প্রযোজনা করলেন। হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায় তো বটেই, অধ্যাপক অমিয় দেব এবং সৌরীন ভট্টাচার্যর অমলিন কথোপকথনে গত শতকের এবং এ শতকের গোড়ার দশকের অসংখ্য স্মৃতিমেদুর দিনরাত্রির প্রসঙ্গ এসে পড়ল। যার কেন্দ্রে থাকলেন সমুজ্জ্বল মানবেন্দ্র। বিশিষ্ট সাহিত্য বিশারদ অধ্যাপক শিশিরকুমার দাশ যাঁকে 'অনুবাদেন্দ্র' উপাধি বা নামে অলংকৃত করেছিলেন।

সাক্ষাৎকারের একটি উত্তর এখানে পাঠকের দরবারে পেশ করি। ২০০০ সালে 'পরশু' পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকার। অনুবাদ বা তরজমা প্রসঙ্গে মানবেন্দ্র জানাচ্ছেন, ' সারা পৃথিবীর মানুষকে কাছাকাছি আনতে গেলে অনুবাদ একান্তই প্রয়োজন। তবে, এর মধ্যেও একটা কথা বলার আছে।'

যে-লোক শেক্সপিয়র অনুবাদ করতেন, তিনি যেন 'আরব্য রজনী' না করেন। অর্থাৎ, একটা স্পেশালাইজেশন থাকলেই ভাল হয়। নইলে অনুবাদে তাঁর নিজস্ব চিন্তার অভাব পড়তে বাধ্য। এসব কথা তো আমার মনে হয়, প্রশিক্ষকের দূরদৃষ্টিজাত উপদেশ!

প্রাচীন একটা কাহিনি মনে পড়ে গেল। ওল্ড টেস্টামেন্টের 'জেনেসিস' অংশের একাদশ অধ্যায়ে রাজা নিমরোদে-র গল্প। এই প্রতাপান্বিত দাম্ভিক সম্রাট নাকি ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এক পাপস্পর্শী মিনার বানাতে শুরু করেন। দ্রুত কাজ যাতে শেষ হয়, সেজন্য দু'-লক্ষ লোককে মিনার বানাতে লাগানো হয়েছিল। মিনার তরতর করে খাড়া হতে শুরু করে দিল। তার চূড়ায় পৌঁছতে একবছর লাগত। নিমরোদের আদেশে রাজসৈন্যরা স্বর্গে তির ছুঁড়তে শুরু করে। যদিও, মিনার কখনও পুরোটা বানানো হয়নি। ঈশ্বর তখন রাজা নিমরোদে-র স্পর্ধা দেখে রেগে আগুন। তার আদেশে দেবদূতরা এসে মিস্ত্রি-মজুরদের ভাষা আলাদা করে দিল। তার আগে নাকি সবটাই ছিল এক ভাষার প্রকাশ। ভাষা আলাদা হতেই গোলমাল তুমুল আকার নিল। কেউ কারও কথা, নির্দেশ বা পরিকল্পনার ব্যাখ্যা বুঝতে পারল না। ফলে, একেবারে বিপর্যয়! মিনারের কাজ এলোমেলো হয়ে গেল। ব্যাবল-এর সেই মিনার মাটিতে বসে গেল, কিছুটা পুড়ে ছাই হল, খানিক মাথা উঁচু করে রইল। অভিশপ্ত সেই মিনারের কাছে গেলেই, কথিত আছে, স্মৃতি বিলুপ্ত হবে। এত বড় করে এই পরিচিত গল্পটা শোনালাম কেন? আমার মনে হয়, অনুবাদকের প্রসঙ্গটা এখানে হয়তো লুকনো আছে। ওই মিনার তৈরির দলে ভাষা অনুযায়ী বেশ কিছু দোভাষী বা তরজমা-নিপুণ ব্যক্তিকে পাঠালেই সব সমস্যা সমাধান হত। সে- অর্থে অনুবাদক সেই আলোকোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব, যিনি ব্যাবল-এর স্থায়ী সমাধান করতে পারেন। মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একাধারে সহপাঠী এবং দীর্ঘদিনের সহকর্মী, প্রখ্যাত লেখক নবনীতা দেবসেনের প্রবন্ধ থেকে ধার করে বলা যায়— অনুবাদকই হলেন এক্ষেত্রে 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী'! প্রসঙ্গত মনে রাখা ভাল, দ্বাদশ শতকের কন্নড় কবিদের শৈববচনের ১০১টি তরজমা করেন নবনীতা। সে-গ্রন্থের নাম 'সতেক বচন' (১৯৮৭)। সেই অনুবাদে উজ্জ্বল আক্কা মহাদেবী। আবার, আট এশীয় মহিলা কবির কবিতা অনুবাদ করেন তিনি 'অষ্টমী' গ্রন্থে। কে জানে, মানবেন্দ্রর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনও প্রভাব তাঁর উপর পড়েছিল কি না! কথাটা হল 'ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী' যখন অনুবাদক, তখন ভাষার বিভেদ হয়ে যায় গৌণ।

মুখ্য হয়ে দেখা দেয় ভাষার বন্ধুত্ব। শতক-কণ্ঠের শত জলঝরনার ধ্বনিতে তৈরি হয় সমস্বর, সুষমগীতি। ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী শুধু? আমার কিন্তু মনে হয়, এই যে বহুবাচনিকতা, এই রংবেরঙের স্বরবিন্যাস, ভাষামৈত্রী আর সংস্কৃতিচর্চার মিলনপরব— যার কেন্দ্রে থাকে অনুবাদ আর অনুবাদক, সে আসলে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে যে কোনও স্বৈরতান্ত্রিক একক প্রভুত্বের স্বরকে।

ক্ষমতার বলদর্পী নির্বিকল্প আদেশনামাকে। স্বদেশ-বিদেশ তো বটেই, সমকাল থেকে অতীত যুগ, বারবার দেখা যাচ্ছে ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্র চায় এক ভাষা এক মাপ এক পরিচয় এক ধর্ম আর এক সংস্কৃতি। সেজন্য ঘৃণা দিয়ে মুছে দিতে শেখানো হয় ভিন্নস্বর, ভিন্ন জীবনচর্যা, ভিন্ন মতাদর্শ, বহুশরিকে বহুত্বময় আত্মপরিচয়। অনুবাদক তাই গোপন বিপ্লবী। রবীন্দ্রনাথের ধনঞ্জয় বৈরাগীর মতো গানপাগল এক অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। তার প্রশ্ন, আমার সৃষ্টিশীলতাই কি তোমার বিরুদ্ধে সবথেকে ধারালো হাতিয়ার নয়? তরজমা থাকলে তরজমাকারী থাকলে, হুকুম তোমার ফলবে কবে? সেই অকুতোভয় অনুবাদ-স্রষ্টার পদযাত্রায় আমি অগ্রভাগে মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে পাচ্ছি! চোখের ভুল কি?

মহাকর্ষ তরঙ্গের ইতিকথা

মহাকর্ষ তরঙ্গ আবিষ্কারের জন্য ২০১৭ সালের পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়াটা মোটেও হিসাবের বাইরে ছিল না। ২০১৬ সালে না দেওয়াটাই বরং আশ্চর্যজনক ছিল। এ পুরস্কারের মধ্য দিয়ে আইনস্টাইনের তত্ত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীর স্বীকৃতি দেওয়া হলো। এই তরঙ্গের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল প্রায় শতবর্ষ আগে। সেটা পর্যবেক্ষণ করতে এত দিন লাগল, এটা অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কারণ, এই তাত্ত্বিক ফলাফলটা ঠিক কি না, তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা সন্দিহান ছিলেন। খোদ আইনস্টাইন পর্যন্ত সংশয় প্রকাশ করেছিলন। আর তরঙ্গের অস্তিত্ব জানলেও এটা দেখতে কেমন তা নিয়ে এই ১০-১২ বছর আগেও বিজ্ঞানীরা একমত ছিলেন না। পাশাপাশি প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতাও অনেক দিন এ তরঙ্গ শনাক্তের পথে বাধা হয়ে ছিল। এই তরঙ্গের অস্তিত্ব আছে কি না, সেই বিতর্কেই তাত্ত্বিক বিজ্ঞানীরা প্রায় অর্ধশতাব্দী পার করে দিয়েছিলেন, এটা আরও বিস্ময়কর।

আইনস্টাইন সাধারণ আপেক্ষিকতা প্রণয়ন করতে গিয়েই মহাকর্ষ বলের সীমাবদ্ধতা নিয়ে প্রথমে কাজ শুরু করেননি। বরং স্থানকালে বিভিন্ন পর্যবেক্ষকের ফলাফলের অভিন্নতা দাবি করতে গিয়েই মাহাকর্ষের সম্পূর্ণ নতুন বিবরণ দাঁড় করান। সেখানে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবকে স্থানকালের বক্রতা হিসেবে দেখানো হয়েছে। এখানে একটা মজার পর্যবেক্ষণ আছে। আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতার কারণে কাল্পনিক ইথার পদার্থবিজ্ঞানের জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়। কিন্তু সাধারণ আপেক্ষিকতার হাত ধরে স্থানকাল বিন্দুগুলোর মাঝের দূরত্ব হিসেবে আবার চলে আসে। ইথারকে একটা মাধ্যম হিসেবে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা চিন্তা করতেন। যেমন দৈনন্দিন জীবনে আমরা বায়ুকে শব্দের জন্য একটা মাধ্যম হিসেবে জানি। শব্দ যেমন বায়ুর আন্দোলন বই অন্য কিছু নয়, তেমনি ওই সময়ে প্রচলিত ধারণা ছিল যে আলোও অর্থাৎ তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গও এই ইথারের আন্দোলনের কারণে উদ্ভূত হয়। এখন আমরা জানি, এটা আদৌ সঠিক নয়। সাধারণ আপেক্ষিকতার ধারণায় স্থানকালের যেকোনো দুটো বিন্দুর মাঝের দূরত্ব পরিবর্তন হতে পারে, যেমনটা স্প্রিংয়ের সংকোচন-প্রসারণের ক্ষেত্রে ঘটে। ১৯১৯ সালের সাধারণ আপেক্ষিকতার বিখ্যাত মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে আলোর বেঁকে যাওয়ার ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন স্যার আর্থার এডিংটন। এডিংটন ১৯২২ সালেই যুক্তি দেন, আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তরঙ্গ আদতে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার তরঙ্গ।

সাধারণ আপেক্ষিকতার কাঠামোয় ত্বরণবিশিষ্ট গতি আর মহাকর্ষের মাঝে কোনো পার্থক্য একজন পর্যবেক্ষক কোনো স্থানীয় পরীক্ষার মাধ্যমে করতে পারবেন না। তাই এ রকম স্থানকালের আন্দোলনকেই আমরা মহাকর্ষ তরঙ্গ হিসেবে দেখতে পাব। অবশ্য শুধু এ রকম কথার ফুলঝুরি দিয়েই আইনস্টাইন ক্ষান্ত হননি, তিনি তাঁর ক্ষেত্র সমীকরণগুলো বিশেষ অবস্থায় সাধারণ তরঙ্গের সমীকরণে পর্যবসিত হয়, তা ১৯১৬ সালেই দেখিয়ে দিলেন। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান সমীকরণের সমাধানই শেষ কথা নয়, তার জন্য চাই হাতেনাতে করা পরীক্ষণলব্ধ প্রমাণ। কিন্তু মহাকর্ষ হচ্ছে আমাদের জানা সবচেয়ে দুর্বল বল। অতএব, তা তৈরি করার জন্য চাই বিশাল বিশাল ভরের উত। এটা পরিষ্কার, বিদ্যুতুম্বক তরঙ্গ তৈরি করতে আমাদের যেমন পড়ার টেবিলের সাইজের বা তার থেকেও ছোট সাইজের যন্ত্রপাতি লাগে।

কিন্তু আমরা মাপতে পারব এ রকম ক্ষমতার মহাকর্ষ তরঙ্গ তৈরি করার উত তো সারা পৃথিবীর পৃষ্ঠে আটতে পারবে না।

এটা তো গেল শুধু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপার- তত্ত্ব নিয়ে গোল বাধালেন আইনস্টাইন নিজেই! ১৯৩৬ সালে তিনি তাঁর নিজের ১৯১৬ সালের বের করা ফলাফলটিকে ভুল রায় দিলেন। তবে এর জন্য আইনস্টাইনকে পুরোপুরি দোষও দেওয়া উচিত নয়। ১৯১৯ সালের সাধারণ আপেক্ষিকতার বিখ্যাত মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে আলোর বেঁকে যাওয়ার ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন স্যার আর্থার এডিংটন। এডিংটন ১৯২২ সালেই যুক্তি দেন, আইনস্টাইনের মহাকর্ষ তরঙ্গ আদতে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার তরঙ্গ। অতএব এটা আমরা দেখতে পাব না অর্থাৎ এটা যন্ত্রে ধরা পড়বে না। আইনস্টাইন এই যুক্তিতে আদৌ প্রভাবিত হয়েছিলেন কি না তা আমাদের সঠিক জানা নেই। কিন্তু ১৯৩৬ সালে আইনস্টাইন তাঁর পোলিশ পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো নাথান রোজেনের সঙ্গে একটি গবেষণায় দেখালেন, মহাকর্ষ তরঙ্গ তৈরি হলেও তা নিজস্ব মহাকর্ষের প্রভাবে দ্রুত একটি বিন্দুতে সংকুচিত হয়ে যাবে। তা আর তরঙ্গাকারে ছড়িয়ে পড়বে না। আইনস্টাইন এই ফলাফলে খুশি ছিলেন। কারণ, তিনি ভেবেছিলেন এর মাধ্যমে কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের তরঙ্গ-কণা দ্বৈততা নীতির ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। আইনস্টাইন তাঁর বন্ধু ম্যাক্স বর্নকে লেখেন, ১৯১৬ সালের ফলাফলটি যে অনুমানে করা হয়েছিল তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। ১৯৫৭ সাল থেকে বিজ্ঞানীরা মহাকর্ষ তরঙ্গ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা শুরু করেন। ওই সালে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনার চ্যাপেল হিলে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

কারণ মূল ক্ষেত্র সমীকরণগুলো রৈখিক নয়। যাহোক, আইনস্টাইন তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাস করছেন। তাই তিনি আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির মুখ্য জার্নাল ফিজিক্যাল রিভিউতে এই ফলাফল নিয়ে একটা প্রবন্ধ ছাপাতে দিলেন। ওই সময় জার্মানির গবেষণা পত্রিকার সম্পাদকই ঠিক করতেন যে ফলাফল ঠিক আছে কি না। কিন্তু আমেরিকান এই জার্নালে রেফারিং সিস্টেম চালু ছিল। সে ক্ষেত্রে সম্পাদক ছাড়া অন্য একজন বিশেষজ্ঞ (যার পরিচয় গবেষণাপত্রের প্রবন্ধের লেখক জানবেন না) মতামত দেবেন গবেষণাপত্রটি ছাপানো যাবে কি বা যাবে না। ফিজিক্যাল রিভিউয়ের রেফারি আইনস্টাইনের এই গবেষণাপত্রটিকে সরাসরি ভুল বলে রায় দিলেন। আর না ছাপানোর পক্ষে মতামত দিলেন। এতে আইনস্টাইন এই প্রতিক্রিয়ায় এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, পরবর্তী আর কোনো তিনি ফিজিক্যাল রিভিউতে পাঠাননি। পরে অবশ্য জানা যায় ফিজিক্যাল রিভিউয়ের সেই রেফারি ছিলেন ওয়াকার কসমোলজি খ্যাত বিজ্ঞানী হাওয়ার্ড বার্টসন। যিনি আইনস্টাইনের সঙ্গে প্রিন্সটনেই কর্মরত ছিলেন। যাহোক, আইনস্টাইন আরেক পত্রিকায় এই গবেষণাপত্রটা ছাপালেন। কিন্তু ইতিহাস বলে আইনস্টাইনের এই ফলাফল ভুল ছিল। তিনি যদি এই ভ্রান্তিটা না করতেন, আমরা আরও আগে মহাকর্ষ তরঙ্গ শনাক্ত করতে পারতাম কি না, সে ব্যাপারে আমার জোরালো সন্দেহ আছে। এবং আইনস্টাইন-সম্পর্কিত এই কাহিনি থেকে আমরা একটা অন্য রকম শিক্ষা পাই। সেটা হলো সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানীও ভুল করতে পারেন এবং শুধু নামের জোরে কোনো ফলাফল বিজ্ঞানে সঠিক বলে প্রতিষ্ঠা পায় না। ১৯৫৭ সাল থেকে বিজ্ঞানীরা মহাকর্ষ তরঙ্গ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা শুরু করেন। ওই সালে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনার চ্যাপেল হিলে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যান মহাকর্ষ তরঙ্গ আদৌ সত্য কি না তা প্রমাণে একটি সহজ কাল্পনিক পরীক্ষার কথা বলেন। সেটা স্টিকি বিড এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে পরিচিত।

কোনো সত্ত্বাকে যদি পদার্থবিজ্ঞানের জগতে বাস্তব হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে হয়, তবে তাকে অবশ্যই শক্তি বহন করতে হবে। এডিংটন এবং আরও অনেকেরই যুক্তি ছিল মহাকর্ষ তরঙ্গের কোনো শক্তি নেই। তাই এটা বাস্তব কিছু নয়। ফাইনম্যানের এই মহাকর্ষ তরঙ্গ শনাক্তকরণ যন্ত্রে একটি পেনসিলের ওপর দুটি প্লাস্টিকের রিং বসানো আছে। মহাকর্ষ তরঙ্গ যখন পেনসিলের দৈর্ঘ্য বরাবর অতিক্রম করবে তখন এই রিং দুটোর মাঝের দূরত্ব পর্যায়ক্রমিকভাবে বাড়বে-কমবে আর পেনসিলের সঙ্গে ঘর্ষণের কারণে তাপ উতন্ন হবে। এতেই বোঝা যায় মহাকর্ষ তরঙ্গের শক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়েছে। অতএব, মহাকর্ষ তরঙ্গ শক্তি বহন করে। ফাইনম্যানের এই যুক্তির পর থেকেই বিজ্ঞানীরা মহাকর্ষ তরঙ্গকে বাস্তব কিছু হিসেবে ধর্তব্যে নেওয়া শুরু করেন। মজার ব্যাপার, বর্তমান লাইগোর ডিজাইনে ফাইনম্যানের এই দোলকের ধারণাটাও যে ব্যবহৃত হচ্ছে। অনেকেই এটা খেয়াল করেন না।

আরশাদ মোমেন

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

যাত্রীদের সুবিধার্থে স্পেশাল ট্রেনের পরিষেবার মেয়াদ বৃদ্ধি আরও এক জোড়া হোলি স্পেশাল ট্রেনের চলাচল

মালিগাঁও, ১৭ মার্চ, ২০২৪: যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় হ্রাস করার লক্ষ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সাপ্তাহিক স্পেশাল ট্রেন নং. ০১৬৬৬/০১৬৬৫ (রানি কমলাপতি-আগরতলা-রানি কমলাপতি)-এর পরিষেবা ২৬টি ট্রিপের জন্য অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উৎসবের সময় যাত্রীদের সুবিধার জন্য আরও এক জোড়া স্পেশাল ট্রেন উভয় দিক থেকে একটি ট্রিপের জন্য আনন্দ বিহার-যোগবাণী-আনন্দ বিহারের মধ্যে চালানো হবে।

সেই অনুযায়ী, ট্রেন নং. ০১৬৬৫ (রানি কমলাপতি-আগরতলা) স্পেশাল প্রত্যেক বৃহস্পতিবার চলাচলের জন্য ২৭ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ০১৬৬৬ (আগরতলা-রানি কমলাপতি) স্পেশাল প্রত্যেক রবিবার চলাচলের জন্য ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। উভয় দিক থেকে ট্রেনটি আম্বাসা, ধর্মনগর, নিউ হাফলং, গুয়াহাটি, রঙিয়া, কিষানগঞ্জ, বারাউনি জং., দানাপুর, মির্জাপুর, ইতরসি জং. হয়ে চলাচল করবে।

একইসাথে, হোলি স্পেশাল ট্রেন নং. ০৪০১০ (আনন্দ বিহার-যোগবাণী) ২৬ মার্চ, ২০২৪ (মঙ্গলবার) ২৩.৪৫ ঘণ্টায় আনন্দ বিহার থেকে রওনা দিয়ে যোগবাণী পৌঁছবে বৃহস্পতিবার ০৫.২০ ঘণ্টায়।

ফেরত যাত্রার সময় ট্রেন নং. ০৪০০৯ (যোগবাণী-আনন্দ বিহার) ২৮ মার্চ, ২০২৪ (বৃহস্পতিবার) ০৯.০০ ঘণ্টায় যোগবাণী থেকে রওনা দিয়ে আনন্দ বিহার পৌঁছবে পরের দিন ১৬.০৫ ঘণ্টায়। যাত্রীদের জন্য ট্রেনটিতে এসি-৩ টিয়ার, স্লিপার ক্লাস এবং সেকেন্ড সিটিং কোচ থাকবে।

এই ট্রেনগুলির স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি-এর ওয়েবসাইটে উপলব্ধ এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রা শুরু করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

যোগ্যতামান ছুঁয়েও অলিম্পিকে যোগদান অনিশ্চিত, জুন মাসে হবে চূড়ান্ত ট্রায়াল

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.) : যোগ্যতামান ছুঁয়েও অলিম্পিকে যাওয়া অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ভারতের ৭ জন অ্যাথলেটিকসের! অলিম্পিক্সের নিয়ম অনুযায়ী কোনও দেশ থেকে সর্বোচ্চ ৩ জন প্রতিযোগী অংশ নিতে পারবেন একই ইভেন্টে। তাই প্যারিসের দল নির্বাচনের আগে ৭ জনের মধ্যে চূড়ান্ত ট্রায়াল হবে জুন মাসে। স্লোভাকিয়ায় আয়োজিত একটি প্রতিযোগিতায় গতকাল অ্যাথলেটিক্সের ২০ কিলোমিটার হাঁটার ইভেন্টে সাফল্য পেয়ে প্যারিস অলিম্পিক্সে ভারতের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছেন রাম বাবু। রামকে নিয়ে ভারতের ৭ জন পুরুষ অ্যাথলিট প্যারিস অলিম্পিক্সে নামার যোগ্যতা অর্জন করলেন। আগের ৬ জন হলেন আকাশদীপ সিংহ, সুরজ পানওয়ার, সার্ভিন সেবাস্তিয়ান, আশপ্রীত সিংহ, পরমজিৎ বিস্ত এবং বিকাশ সিংহ।

মহাকাশচারী কল্পনা চাওলা মহিলা ক্ষমতায়নের এক চমৎকার উদাহরণ : মোহন যাদব

ভোপাল, ১৭ মার্চ (হি. স.) : প্রথম ভারতীয় মহিলা মহাকাশচারী কল্পনা চাওলা মহিলা ক্ষমতায়নের এক চমৎকার উদাহরণ, একথা লিখে কল্পনা চাওলাকে জন্মবার্ষিকীতে প্রণাম জানিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব।

রবিবার ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রথম মহিলা মহাকাশচারী কল্পনা চাওলার জন্মবার্ষিকী। উনি মহিলা ক্ষমতায়নের পথে একটি নতুন গল্প লিখে নারী শক্তিকে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে ওঁনাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

উনি লিখেছেন, "মহাকাশে ভারতের পতাকা উত্তোলনকারী চাওলা মহিলা ক্ষমতায়নের একটি চমৎকার উদাহরণ, দেশকে আকাশে পৌঁছে দিয়ে গৌরব বহন করেছিলেন ভারতের এই কন্যা। প্রথম ভারতীয় মহিলা মহাকাশচারী কল্পনা চাওলার জন্মবার্ষিকীতে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।"

লোকসভায় """"আশ্চর্যজনক"""" ফলাফল হবে বিহারে: তেজস্বী

পাটনা, ১৭ মার্চ (হি. স.): লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদব রবিবার বলেন বিহারে এবার """"আশ্চর্যজনক"""" ফলাফল হবে। কেন ফলাফল """"আশ্চর্যজনক"""" হবে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করেছেন তেজস্বী।

তিনি বলেছেন, """"বিগত ১০ বছরে কেন্দ্রীয় সরকার বিহারের জনগণের জন্য কী করেছে? না বিহার কোনও বিশেষ প্যাকেজ পেয়েছে, না মুদ্রাস্ফীতি কমেছে, না কৃষকদের সমস্যার সমাধান হয়েছে। মানুষের অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে।"""" লোকসভা ভোটে নিজেদের ফলাফল যে ভাল হবে তাও জানাতে ভোলেননি লালু পুত্র। নিজেদের ভাল ফলাফলের জন্য পরোক্ষে তিনি বিহারের প্রতি বিজেপি সরকারের বঞ্চনাকেই হাতিয়ার করেছেন। পাশাপাশি ভোটের জন্য তাঁরা যে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন, তাও জানিয়েছেন তেজস্বী।

এবার উত্তরাখণ্ডেও ভাঙন কংগ্রেসে, বিজেপিতে যোগ দিলেন রাজেন্দ্র ভান্ডারি

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.): এবার উত্তরাখণ্ডেও ভাঙন ধরল কংগ্রেসে। রবিবার কংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা এবং বদ্রিনাথ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রাজেন্দ্র ভান্ডারি।

এদিন দিল্লিতে উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়ালের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন তিনি।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেছেন, 'তাঁর (রাজেন্দ্র ভান্ডারী) দীর্ঘ রাজনৈতিক ক্যারিয়ার রয়েছে।

আমরা যে উন্নয়নমূলক কাজ করেছি তার জন্য তিনি বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন এবং এতে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন।

বিজেপি ইতিমধ্যেই উত্তরাখণ্ডের পাঁচটি লোকসভা আসনে জয়ী হওয়ার অবস্থানে ছিল, কিন্তু আমাদের পরিবারে তার যোগদান একটি ইতিবাচক শক্তি যোগ করবে। আমরা তাকে বিশ্বের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলে স্বাগত জানাই।'

বিজেপিতে যোগদানের পরে প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা এবং বদ্রিনাথ বিধানসভার বিধায়ক রাজেন্দ্র ভান্ডারি বলেছেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে আমার বিশ্বাস প্রকাশ করেছি, তিনি যেভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করছেন তা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে, আমি বিজেপির নীতিতে বিশ্বাস।'

সন্দেশখালিতে আবার বিক্ষোভ! আরও তিন তৃণমূল নেতার গ্রেফতারি চান বেরমজুরের গ্রামবাসীরা

সন্দেশখালি, ১৭ মার্চ (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালিতে আবারও বিক্ষোভ শুরু হল আরও তিন তৃণমূল নেতার গ্রেফতারি চেয়ে।

জমির জবরদখল থেকে শুরু করে এলাকার মানুষের উপর অত্যাচার এমনকি, মহিলাদের নির্যাতনের অভিযোগও উঠেছে ওই তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে। রবিবার সন্দেশখালির বেরমজুর গ্রামের বাজার চত্বরে টায়ারে আগুন জ্বালিয়ে স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীদের একাংশ।

যে তৃণমূল নেতাদের গ্রেফাতারির দাবিতে সরব হয়েছেন গ্রামবাসীরা, তাঁরা হল, বেরমজুর দুই নম্বরে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হাজি সিদ্দিক মোল্লা, তৃণমূল নেতা হাশেম মোল্লা এবং জুলফিকার মোল্লা। এঁদের বিরুদ্ধেও জমিদখল এবং মানুষের উপর অত্যাচারের অভিযোগ রয়েছে।

মেসিবিহীন মায়ামিকে জোড়া গোল করে জেতালেন সুয়ারেজ

আমেরিকা, ১৭ মার্চ (হি.স.): চোটে পড়ার জন্য লিওনেল মেসি মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে রবিবার খেলতে পারেননি। তাই ম্যাচের আগে চাপে ছিল ইন্টার মায়ামি। গত সাত ম্যাচের কোনওটিতেই মেসি ছাড়া জিততে পারেনি মায়ামি। এবার অবশ্য সেই চাপ বুঝতেই দিলেন না মেসির সতীর্থ ও বন্ধু লুইস সুয়ারেজ। বদলি নেমে জোড়া গোল করে ইন্টার মায়ামিকে সুয়ারেজ ৩-১ গোলের ব্যবধানে দলকে জেতালেন। মায়ামিতে এসে এখন পর্যন্ত সুয়ারেজের গোলসংখ্যা ৭ ম্যাচে ৬টি। ডিসি ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে রবিবার শুরুটা ভালো হয়নি মায়ামির। মাত্র ১৪ মিনিটে ডিসি ইউনাইটেডকে এগিয়ে দেন জারেড স্টুরোড। এরপর ২৪ মিনিটে লিওনার্দো কাম্পানার গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় মায়ামি। সমতায় শেষ হয় প্রথমার্ধ। দ্বিতীয়ার্ধের ৬২ মিনিটে রবার্ট টেলরের বদলি হিসেবে সুয়ারেজকে মাঠে নামান কোচ জেরার্দো মার্তিনো। এরপর গোল আসে ম্যাচের ৭৩ মিনিটে। অসাধারণ এক দলীয় আক্রমণ থেকে দারুণ গোল করেন উরুগুইয়ান স্ট্রাইকার সুয়ারেজ। ৮৫ মিনিটে ২-১ স্কোরলাইনকে

এবার পঞ্জাবে বিজেপি ১৩টি আসনেই জিতবে গৌরব ভাটিয়া

অমৃতসর, ১৭ মার্চ (হি. স.) : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পঞ্জাব থেকে বিজেপি ১৩ টি আসনের সবকটিতে জিতবে, রবিবার সাংবাদিকদের একথা বলেন, বিজেপি নেতা গৌরব ভাটিয়া। তিনি রবিবার পঞ্জাবের অমৃতসরে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, পঞ্জাব থেকে বিজেপি ১৩ টি আসনের সবকটিতে জয়লাভ করবে। পদ্মফুল ফুটবে।

তিনি এদিন আরও বলেন, পঞ্জাবের মানুষ দুর্দশাগ্রস্ত, তাঁদের অবস্থা শোচনীয় অথচ পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবান মান নিশ্চিন্তে বসে আছেন। বোনেদের সম্মান কি ভগবন্ত মান-এর কাছে কোনও গুরুত্ব রাখে না? এই প্রশ্নও ছুঁড়ে দিয়ে ক্ষোভ উগড়ে দেন বিজেপি নেতা গৌরব ভাটিয়া। তিনি বলেন, যুবকরা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছে অথচ মুখ্যমন্ত্রী মান কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না। ভারতীয় জনতা পার্টি জনগণের কণ্ঠস্বর তুলে ধরছে। তিনি উল্লেখ করেন যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর মনে পঞ্জাব আছে এবং পঞ্জাবের মনে প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন।

মজবুতভাবে একসঙ্গে রয়েছে 'আইএনডিআই' জোট : শত্রুঘ্ন সিনহা

পাটনা, ১৭ মার্চ (হি. স.) : মজবুতভাবে একসঙ্গে রয়েছে 'আইএনডিআই' জোট, রবিবার সাংবাদিকের সামনে একথা বলেন তৃণমূল নেতা তথা জন প্রিয় অভিনেতা শত্রুঘ্ন সিনহা। তিনি রবিবার পাটনায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আইএনডিআই' জোট যথেষ্টই মজবুত রয়েছে। বিজেপি যতই তাঁদের আবার নির্বাচনে জয়লাভের কথা প্রচার করুক, এবার ২০০৪ সালের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। সেসময় আমি ভারতীয় জনতা পার্টিতে ছিলাম, তখন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী কতটা ভাল কাজ করছিলেন তাসত্ত্বেও ২০০৪ সালে মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। এবারও সেরকম হতে চলেছে। ২০ বছর পর ফের দারুণ পরিবর্তন আসতে চলেছে।

কংগ্রেস এবং জোটের দলগুলিই জিতবে : সুশীল কুমার শিন্ডে

মুম্বই, ১৭ মার্চ (হি. স.) : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এবং জোটের দলগুলিই জিতবে, রবিবার এই মন্তব্য করেন কংগ্রেস নেতা সুশীল কুমার শিন্ডে। এদিন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন।

মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা সুশীল কুমার শিন্ডে এদিন আরও বলেন, 'আইএনডিআই' জোটের এদিন সমাবেশে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। সেজন্যই এই জোটের সমাবেশ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। সেইসঙ্গে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস এবং জোটের দলগুলিই জিতবে।

ইউটিউবার এবং বিগ বস ওটিটি-টু বিজয়ী এলভিশ যাদব গ্রেফতার

নয়ডা, ১৭ মার্চ (হি. স.) : ইউটিউবার এবং বিগ বস ওটিটি-টু বিজয়ী এলভিশ যাদবকে গ্রেফতার করা হয়েছে। নয়ডা পুলিশ রবিবার তাঁকে গ্রেফতার করেছে। এলভিশ যাদবকে সাপের বিষের মামলায় জড়িত থাকার অভিযোগে রবিবার নয়ডা পুলিশ গ্রেফতার করেছে। এখন তাকে আদালতে হাজির করা হবে।

এলভিশ যাদবের বিরুদ্ধে রেভ পার্টিতে সাপের বিষ ব্যবহার করার অভিযোগ রয়েছে। নয়ডার সেক্টর ৫১-এ মানেকা গান্ধীর পিপল ফর অ্যানিম্যালস-এর একটি স্টিং অপারেশন থেকে ইউটিউবার এলভিশ যাদব-সহ ৬ জনের বিরুদ্ধে একটি পার্টির জন্য সাপের বিষ সরবরাহ করার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

আলমগির-সহ ধৃত ৩ জনের ৫ দিনের সিবিআই হেফাজত নির্দেশ আদালতের

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি.স.): আলমগির-সহ ধৃত ৩ জনের ৫ দিনের সিবিআই হেফাজত নির্দেশ দিল আদালত। দাদা শেখ শাহজাহানের পর এবার লকআপে ভাই আলমগিরও। কার নির্দেশে ইডির ওপর হামলা চালানো হয়, কাদের প্রশ্রয়ে এতদিন গা ঢাকা শেখ শাহজাহানের, এই সমস্ত বিষয়ে আলমগির-সহ ৩ জনকে জেরা করবে সিবিআই।

আলমগীর-সহ ধৃত ৩ জনের জন্য ১৪ দিনের সিবিআই হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছিল। তবে আদালত, আপাতত ৫ দিনের হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ শেষে শনিবার রাতে শেখ শাহজাহানের ভাই শেখ আলমগিরকে গ্রেফতার করে সিবিআই। গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে ইডি-র ওপর হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে শাহজাহানকে। তিনি বর্তমানে সিবিআই হেফাজতে রয়েছে। হামলার পর থেকেই শাহজাহান বেপাত্তা ছিল। সিবিআইয়ের সন্দেহ, তাঁকে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে সাহায্য করেছেন ভাই আলমগির।

এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গত বৃহস্পতিবার নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে আলমগিরকে হাজিরা দিতে বলেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি। এরপর শুক্রবার তাঁকে ফের নোটিশ পাঠিয়ে শনিবার বেলা ১১টায় হাজিরার কথা বলা হয়।

সেই মতো শনিবার সকালে সিবিআই দফতরে পৌঁছন আলমগির। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। উত্তর সন্তোষজনক না হওয়ায় ৯ ঘণ্টার ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে শাহজাহানের ভাইকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। এদিকে, আলমগিরের সঙ্গে গ্রেফতার করা হয় মাফুজার মোল্লা ও সিরাজুল মোল্লা নামে আরও ২ জনকে।

হরিশ্চন্দ্রপুরে বিধ্বংসী আগুনে ছাই তিনটি ঘর, খোলা আকাশের নীচে তিনটি পরিবার

মালদা, ১৭ মার্চ (হি.স.): মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ল তিনটি ঘর। রবিবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের মাধাইপুরা গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুনে পুড়েছে দুই ভাই লুফান্দার বিশ্বাস ও রুমা বিশ্বাসের তিনটি ঘর। এছাড়া একটি বাইক, পাঁচটি সাইকেল, আসবাব সহ একাধিক জিনিস পুড়েছে আগুনে। তবে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রুমা বিশ্বাসের ঘরের পাশে থাকা খড়ের গাদায় আগুন লাগে। নিমেষেই তা ছড়িয়ে পড়ে। পরপর তিনটি ঘরে আগুন লেগে যায়। প্রথমে স্থানীয়রা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। পরে ঘটনাস্থলে আসে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ ও দমকলের একটি ইঞ্জিন। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আপাতত খোলা আকাশের নীচে ঠাঁই হয়েছে পরিবার দুটির।

শিবসেনার সদস্যদের জন্য আজ কালো দিন : একনাথ শিন্ডে

মুম্বই, ১৭ মার্চ (হি. স.) : শিবসেনার সদস্যদের জন্য আজ কালো দিন, রবিবার এই মন্তব্য করেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে। রবিবার মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি পার্কে 'আইএনডিআই' জোটের মেগা সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই একনাথ শিন্ডে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে রবিবার সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে বলেন, শিবসেনাদের জন্য আজ কালো দিন, ব্ল্যাক সানডে। কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, শিবাজি পার্ক থেকে বালাসাহেব ঠাকরে সারাদেশকে পথ দেখিয়েছিলেন। একই পার্কে 'আইএনডিআই' জোটের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সভায় অংশগ্রহণকারীরা বীর সাভারকরের বিরুদ্ধে কথা বলেছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। এটা সত্যিই খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আগামী নির্বাচনে জনগণ তাঁদের শিক্ষা দেবে বলেও মন্তব্য করেন শিন্ডে।

বিশ্বের সমস্ত নেতারা মোদীকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান : হেমা মালিনী

মথুরা, ১৭ মার্চ (হি. স.) : বিশ্বের সমস্ত নেতারা চান প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রধানমন্ত্রী হন এবং তাদের পথ দেখান, রবিবার এই মন্তব্য করেন বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী। তিনি এদিন উত্তর প্রদেশের মথুরায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচন নিয়ে বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী সাংবাদিকদের বলেন, 'এই নির্বাচন শুধুমাত্র রাজ্য বা দেশের জন্যই নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।কারণ শুধুমাত্র দেশের নয়, বিশ্বের সমস্ত নেতারা চান যাতে আবার নরেন্দ্র মোদী আবার প্রধানমন্ত্রী হন এবং তাঁদের পথ দেখান। উঁনি ভারতকে শক্তিশালী তৈরি করেছেন। আগে ভারতে এতো উন্নতি হয়নি এখন যা হচ্ছে।

তেলেঙ্গানায় বিজেপিতে যোগদান বিআরএস বিধায়কের

হায়দরাবাদ, ১৭ মার্চ (হি. স.): লোকসভা ভোটের মুখে কেসিআর কন্যা কবিতার গ্রেফতারির পর তেলেঙ্গানার রাজনৈতিক মানচিত্রে দুর্বল হয়ে পড়েছে ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি (বিআরএস)। এরই মধ্যে বিআরএস বিধায়ক আরোরি রমেশ দল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন।

রবিবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি জি কিষাণ রেড্ডি দলীয় পতাকা তুলে দিলেন রমেশকে। উল্লেখ্য, এখনও কোনও বড় দলই তেলেঙ্গানায় প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেনি। রাজ্যের ১৪টি লোকসভা কেন্দ্রে এবার জোর লড়াই। সূত্রের খবর, কংগ্রেসকে হারাতে বিজেপির সঙ্গে জোট গড়ার পথে এগিয়েছিল বিআরএস। কিন্তু ইডি-র হাতে কবিতার গ্রেফতারির পর কেসিআর-এর পক্ষে এনডিএ-তে যোগ দেওয়া কঠিন হবে বলেই ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য।

চেন্নাইয়ে সম্মানিত হলেন অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন

চেন্নাই, ১৭ মার্চ (হি.স.): আর কয়েকদিন বাদেই শুরু হচ্ছে আইপিএল। আইপিএল খেলতে যাওয়ার আগে রবিবার নিজের শহর চেন্নাইয়ে সম্মানিত হলেন ভারতের অভিজ্ঞ অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে পুরস্কার হিসাবে তুলে দেওয়া হয় এক কোটি টাকা। একটি বিশেষ স্মারকও দেওয়া হয় তাঁকে। সম্প্রতি শেষ হওয়া ইংল্যান্ড সিরিজে ১০০টি টেস্ট এবং টেস্ট ক্রিকেটে ৫০০ উইকেট পূর্ণ করার জন্য সংবর্ধিত করা হল অশ্বিনকে।

বিসিসিআইএর প্রাক্তন সভাপতি এন শ্রীনিবাসন সম্মানিত করলেন অশ্বিনকে। অনুষ্ঠানটির আয়োজক ছিল তামিলনাড়ু ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় দলের বর্তমান কোচ রাহুল দ্রাবিড়, দুই প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী এবং অনিল কুম্বলেও। অশ্বিনের লক্ষ্য এখন আসন্ন আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে নিজের সেরা পারফরম্যান্স তুলে ধরা। রাজস্থানের প্রস্তুতি শিবিরে তিনি কয়েকদিনের মধ্যেই যোগ দেবেন।

আইএনডিআই জোটের সব দায় রাহুল গান্ধীর: মুখতার নাকভি

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি. স.): """"আইএনডিআই"""" জোটের সমস্ত দায়ভার নিতে হবে রাহুল গান্ধীকেই, রবিবার সরাসরি জানিয়ে দিলেন বিজেপি নেতা মুখতার আব্বাস নাকভি। তিনি বিরোধীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির কাছে হারের পর বেশ কয়েকটি বিরোধী দল সমস্যায় পড়বে।

আইএনডিআই জোট নিয়ে এদিন নাকভি আরও বলেন, সঠিক নেতৃত্ব এবং নীতির অভাব রয়েছে। এই জোটের সকলেই প্রধানমন্ত্রী হতে চাইছেন। সাধারণ মানুষ কংগ্রেস পরিচালিত রিমোর্ট কন্টোল সরকার চায় না। বিজেপিকে ভোটে চ্যালেঞ্জ করার কোনও ক্ষমতাই নেই আইএনডিআই জোটের।

বানতলায় প্লাস্টিকের গোডাউনে আগুন, দমকলের অক্লান্ত চেষ্টায় এল আয়ত্তে

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি.স.): আগুনে ভস্মীভূত বানতলার একটি প্লাস্টিকের গোডাউন। রবিবার বিকেলে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘটনাস্থলে দমকলের ১০টি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকলকর্মীদের সঙ্গে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন স্থানীয়েরাও। তবে ঠিক কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা জানা যায়নি। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর মেলেনি।

কালো টাকা নিয়ে মালদার চার বিধানসভায় নজরদারি কমিশনের

মালদা, ১৭ মার্চ (হি.স): কালো টাকার স্বর্গরাজ্য মালদার চারটি বিধানসভাকে চিহ্নিত করলো নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন চলাকালীন দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রে চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে তদারকি চালাবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি। লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর জেলা প্রশাসনিক ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করেন মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের চারটি বিধানসভাকে লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। প্রশাসনের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে , জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এরাজ্যে এমন

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

রোদ থেকে ফিরলেই মাথা যন্ত্রণা করে

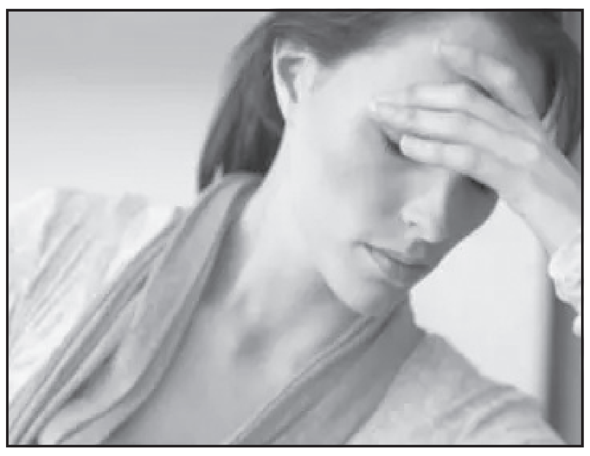

এখনও সে ভাবে গরম পড়েনি। কিন্তু দিনের বেলায় বাইরে বেরোলেই ঘাম জমছে কপালে। সেই সঙ্গে প্রবল মাথা যন্ত্রণা। যাঁদের রোজ রোদে বেরোতে হচ্ছে, মাথা যন্ত্রণার সমস্যায় তাঁরা বেশি ভোগেন। তা ছাড়া গরমের কারণে ঘুম না হওয়া, মানসিক চাপ বেড়ে যাওয়া, শরীরে জলের ঘাটতির মতো কয়েকটি কারণের জন্য মূলত মাথায় যন্ত্রণা হয়।

তবে মাথায় যন্ত্রণা করছে মানেই ওষুধ খেতে হবে, তার কোনও মানে নেই। বরং ঘরোয়া উপায়েও স্বস্তি পেতে পারেন।

১) মাথা যন্ত্রণা হলেই চা বা কফির উপর নির্ভর করেন অনেকেই। অনেকের ধারণা, চা বা কফি মাথাব্যথা সারায়। আসলে কফিতে থাকা ক্যাফিন স্নায়ুকে উদ্দীপ্ত করে, ফলে ব্যথা কমেছে বলে মনে হয়। সে ধারণা ভুল। উল্টে মাথাব্যথা বাড়িয়ে দিতে পারে ক্যাফিন। তাই দ্রুত মাথা যন্ত্রণা সারাতে বরং দূরে থাকুন কফি থেকে।

২) গ্রীষ্মে শরীরে জলের পরিমাণ কমে যায়। জলের ঘাটতি থেকেই নানা শারীরিক সমস্যা বাসা বাঁধে শরীরে। মাথাব্যথা তেমনই একটি সমস্যা। তাই বেশি করে জল খাওয়া প্রয়োজন। সারা দিনে ৮-১০ গ্লাস জল খাওয়া জরুরি। মাথা ব্যথা শুরু হলে জল খাওয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দিন। তাতে ব্যথা কমবে।

৩) মাথা যন্ত্রণা শুরু হলে সেই মুহূর্ত কাজ থেকে বিশ্রাম নিন। সম্ভব হলে অন্ধকার ঘরে চোখ বুজে বসে থাকুন। আধ ঘণ্টা চোখ বুজে বিশ্রাম নিন। এই সময়টুকু মোবাইল বা টিভি দেখবেন না। তাতে যন্ত্রণা আরও বেড়ে যেতে পারে।

৪) মাথা যন্ত্রণার ঘন ঘন প্রভাব এড়াতে ফিটনেস প্রশিক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করুন। শরীরচর্চার অভাবে অনেক সময়ে এমন হয়। তাই সুস্থ থাকতে নিয়ম করে শরীরচর্চার উপর জোর দিন। এ ছাড়া, মাথা যন্ত্রণার কমানোর কিছু নির্দিষ্ট ব্যায়াম আছে। সেগুলি জানা থাকলে যন্ত্রণার সময়ে করতে পারেন। স্বস্তি পাবেন। তা ছাড়া, রোজের শরীরচর্চার অভ্যাসে মাথা যন্ত্রণা-সহ বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা দূর হয়।

বাসি হোক তবু তো শিঙাড়া

বাড়িতে অতিথি আসবেন। অতিথি আপ্যায়ন মানেই প্লেটে সাজানো রকমারি খাবার। মিষ্টির চেয়ে নোনতা খাবারই বেশি পছন্দ অনেকের। ডোবা তেলে ভাজা গরম শিঙাড়া হলে বিকালটা জমে যায়। নিজেদের জন্য হলে পরিমাণে কম আনলেও চলে। কিন্তু, অতিথিদের জন্য গুনে গুনে আনা যায় না। প্রয়োজনের বেশিই আনতে হয়। বলা তো যায় না, ভাল লাগলে কেউ একটার জায়গায় দুটো খেতে পারেন।

আর যদিও কয়েকটি বেশি থেকেও যায়, তা হলেও অসুবিধা নেই। বাসি শিঙাড়া দিয়েই বানিয়ে নিতে পারেন নতুন কিছু খাবার।

শিঙাড়ার স্যান্ডউইচ

বাসি শিঙাড়া দিয়ে স্যান্ডউইচ! শুনতে অবাক লাগলেও, খেতে কিন্তু মন্দ নয়। শিঙাড়াগুলি প্রথমে ভেঙে চটকে দিন। তার পর দুটো পাউরুটির মাঝে মাখন মাখিয়ে পুদিনার চাটনি, মেয়োনিজ আর মেখে রাখা শিঙাড়া দিয়ে গ্রিল করে নিন। এর চেয়ে দ্রুত এমন মুখরোচক খাবার আর তৈরি করা সম্ভব নয়।

শিঙাড়ার রোল শিঙাড়াগুলি অল্প সেঁকে নিয়ে চটকে মেখে নিন। এ বার কড়াইয়ে হালকা তেল দিয়ে কুচোনো পেঁয়াজ, লঙ্কা কুচি, গরম মশলা এবং আগে থেকে মেখে রাখা শিঙাড়া ভাল করে নাড়াচাড়া করে নিন। তার পর রুটির মধ্যে এই পুর ভরে আর অল্প সসদিয়ে এগরোলের মতো করে নিলেই তৈরি রোল।

শিঙাড়ার চাট চাট খেতে কার না ভাল লাগে না। অনেকের আবার ডায়েটেও চাট থাকে। তবে চাট একটু মুখরোচক করে তুলতে শিঙাড়া দিয়েই বানাতে পারেন। শিঙাড়া ভেঙে নিয়ে তার মধ্যে গোলমরিচ, দই, বিটনুন, অল্প চিনি আর টক জল দিয়ে মেখে নিন।

জলের বোত স্টিল না তামা কোনটি বেশি স্বাস্থ্যকর ?

এখনই যা গরম পড়েছে তাতে নিজের সঙ্গে একটি খাবার জলের বোতল না রাখলেই নয়। রোজের ব্যবহারের জন্য বাড়িতে কাচের বোতল থাকলেও রাস্তায় সেই ধরনের বোতল ব্যবহার করা বেশ ঝক্কির। ধাক্কা লাগলে ভেঙে যাওয়ার ভয় থাকে। তবে, প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করা মোটেই ভাল নয়। তাই ধাতব পাত্রেই জল রাখেন। কিন্তু তা কি আদৌ স্বাস্থ্যকর?

প্লাস্টিক ছাড়া জলের পাত্র হিসেবে সবচেয়ে ভাল হল ধাতব বোতল। যা নিয়ে সহজেই বাইরে বেরোনো যায়। প্লাস্টিকের বোতল ব্যবহার করার নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে। কিন্তু ধাতুর বোতল ব্যবহারের ক্ষেত্রে তেমন কোনও বিধিনিষেধ নেই। তা ছাড়া ধাতুর বোতলে দীর্ঘ ক্ষণ জল ঠান্ডা বা গরম জল রাখার সুবিধাও আছে। ধাতুর বোতল সাধারণত পুনর্ব্যবহারযোগ্য। প্লাস্টিকের বোতল পরিবেশবান্ধব নয়। তাই নিত্য ব্যবহারের জন্য এই ধাতুর বোতলই ভাল।

স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম না কি তামা, কোনটি স্বাস্থ্যের জন্য ভাল? স্টিলের বোতলে জল রাখলেও তা খুব বেশি ভারী হয় না। হাত থেকে পড়ে ভেঙে যাওয়ার ভয়ও নেই। এই ধাতু জলের সঙ্গে কোনও বিক্রিয়ায় অংশ নেয় না। জলের মধ্যে ধাতব কোনও গন্ধ বা স্বাদও থাকে না। জলের বদলে গরম চা কিংবা কফিও রাখা যেতে পারে স্টিলের বোতলে। অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি জলের বোতল স্টিলের চাইতে অনেকটাই হালকা, পরিবেশবান্ধব। তবে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে, ঠান্ডা বা গরম যে কোনও ধরনের তরলের সঙ্গেই অ্যালুমিনিয়াম বিক্রিয়া করে। শরীরে অতিরিক্ত অ্যালুমিনিয়াম প্রবেশ করলে শারীরিক নানা রকম সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই এই ধরনের বোতল বেশি ব্যবহার না করাই ভাল। আগে জল রাখার জন্য সাধারণত মাটি কিংবা তামার পাত্রই ব্যবহার করা হত। অনেক স্বাস্থ্য সচেতন মানুষই ইদানীং তামার বোতলে জল খান। তামার মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল উপাদান। যা রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভাল রাখতে এবং হজমশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করে। তবে তামা জলের সঙ্গে বিক্রিয়া না করলেও অ্যাসিডযুক্ত যে কোনও তরলের সঙ্গে তা প্রতিক্রিয়া করে। তাই সেই ধরনের কোনও পানীয়ের জন্য তামার পাত্র ব্যবহার না করাই ভাল।

জল রাখার ধাতব পাত্র কেনার আগে কী কী জেনে রাখা জরুরি? ধাতুর পাত্র স্বাস্থ্যকর হলেও কেনার সময়ে তার মান অর্থাৎ "ফুড গ্রেড" দেখে তবেই কিনতে হবে। ধাতব বোতলের ভিতরে যেন রং কিংবা অন্য ধাতুর পরত না থাকে। দীর্ঘ দিন জল রাখতে রাখেত সেই পরত কিন্তু জলের সঙ্গে মিশতে শুরু করতে পারে। যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। জল ঠান্ডা বা গরম রাখার জন্য একান্তই যদি "ইনসুলেটেড" বোতল কিনতেই হয়, সে ক্ষেত্রে ভ্যাকিউম-যুক্ত "ডবল ওয়াল্ড স্টেনলেস স্টিল" বোতল কেনাই ভাল।

কোলাপুরী মটন, রইল রেসিপি

ছুটির দিন হোক কিংবা বাড়িতে কোনও ভূরিভোজের আয়োজন মেনুতে পাঁঠার মাংস থাকবেই থাকবে। তবে পাঁঠার মাংস মানেই তো হয় আলু দিয়ে লাল ঝোল আর না হয় মটন কষা। নতুন কী বানানো যায় ভাবছেন? বানিয়ে ফেলতে পারেন মটন কোলাপুরী। রইল রেসিপি।

উপকরণ:

পাঁঠার মাংস: ১ কেজি
আদা বাটা: ১ টেবিল চামচ
রসুন বাটা: ৩ টেবিল চামচ
পেঁয়াজ: ৫টি
গোলমরিচ গুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ
টক দই: ১ কাপ
নারকেল কোরা: ৪ টেবল চামচ
শুকনো লঙ্কা: ৫টি
গোটা ধনে: ১ টেবিল চামচ
জিরে: ১ টেবিল চামচ
দারচিনি: ২টি
বড় এলাচ: ১টি
স্টার অ্যানেস: ১টি
এলাচ: ৩টি
তেজ পাতা: ১টি
শুকনো লঙ্কা: ২টি
গোটা গোলমরিচ: ১ চা চামচ
তিল: ১ টেবিল চামচ
পোস্ত: ১ টেবিল চামচ
হলুদ গুঁড়ো: আধ চা চামচ
শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো: ১ চা চামচ
টোম্যাটো বাটা: ২ টেবিল চামচ
ধনে পাতা কুচি: আধ কাপ
বাদাম তেল: প্রয়োজন মতো
নুন ও চিনি: স্বাদ মতো

প্রণালী:

পাঁঠার মাংস ভাল করে ধুয়ে জল ঝরানো টক দই, নুন, আদা বাটা, রসুন বাটা, গোলমরিচ গুঁড়ো আর লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে মাখিয়ে রাখুন।

এ বার শুকনো তাওয়ায় নারকেল কোরা, শুকনো লঙ্কা, গোটা ধনে, জিরে, দারচিনি, বড় এলাচ, স্টার অ্যানেস, এলাচ, গোটা গোলমরিচ, তিল, পোস্ত ভাল করে ভেজে নিয়ে সামান্য জল দিয়ে মিক্সিতে ভাল করে বেটে নিন।

এ বার কড়াইতে সামান্য তেল গরম করে তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিন। তেলের মধ্যে পেঁয়াজ কুচি দিয়ে নাড়াচাড়া করুন। পেঁয়াজের রং বাদামি হয়ে এলে আগে থেকে মাখিয়ে রাখা মাংস দিয়ে ভাল করে নেড়ে চেড়ে নিন। এ বার বেটে রাখা মশলা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। চাপা দিয়ে মাংস সেদ্ধ হতে দিন। দরকারে সামান্য গরম জল দিতে পারেন। তার পর স্বাদ মতো নুন আর চিনি দিয়ে কষতে থাকুন। মাংস সেদ্ধ হয়ে এলে ধনে পাতা কুচি ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন কোলাপুরী মটন। নৈশভোজে রুটি কিংবা পরোটার সঙ্গে জমে যাবে মাংসের এই পদ।

শরীরে রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করলে স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে

শরীরের কাজকর্মগুলি সঠিক ভাবে চালানোর জন্য সারা দেহে রক্তের সঞ্চালন ভাল হওয়া জরুরি। শরীরের ভিতর রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করলে কিন্তু নানা রকম সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। এই কারণে মানুষের মৃত্যুও হতে পারে। রক্ত সংবহনতন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ দুই অংশ হল শিরা এবং ধমনী। ধমনীর মাধ্যমে অক্সিজেনযুক্ত বিশুদ্ধ রক্ত শরীরের প্রতিটি অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, আর শিরা দূষিত রক্ত বহন করে নিয়ে যায়।

কোথাও কেটে, ছড়ে গেলে যদি রক্ত বেরোয় তা হলে শরীরে উপস্থিত বিভিন্ন প্রোটিনের সাহায্যে তা জমাট বেঁধে যায়। তবে অস্বাভাবিক ভাবে রক্তনালির ভিতরে রক্ত জমাট বাঁধা বিপজ্জনক।

শিরা, ধমনী কিংবা পেশিতে রক্ত জমাট বাঁধলে শরীরে রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হয়। সেই অংশের কোষগুলির মৃত্যু হয় এবং অঙ্গের কার্যক্ষমতা পুরোপুরি বা আংশিক ভাবে নষ্ট হতে শুরু করে। এই প্রক্রিয়ার নাম থ্রম্বোএম্বলিজম। শরীরে রক্ত জমাট বাঁধার কারণে ব্যক্তির ধীরে ধীরে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা ও কাশি শুরু হয়। শরীরের বিভিন্ন অংশে হতে পারে থ্রম্বোএম্বলিজম। ব্রেন স্ট্রোক ও হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও থাকে। থ্রম্বোএম্বলিজম মৃত্যুও ডেকে আনে। কী কী কারণে শরীরে রক্ত জমাট বাঁধে? ১) বয়সজনিত কারণে অনেকের শরীরে রক্ত জমাট বাঁধতে শুরু করে। তবে অল্প বয়সিদেরও হতে পারে এই রোগ। ২) ক্যানসারের ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণেও এই রোগ হতে পারে। অধিক গর্ভনিরোধক ওষুধের ব্যবহারের কারণেও এই ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে। পাশাপাশি অন্তঃসত্ত্বা মহিলাদের ক্ষেত্রেও এ ধরনের সমস্যা প্রায়ই দেখা যায়।

৩) দীর্ঘ দিন শারীরিক কোনও সমস্যার কারণে যাঁরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, প্যারালিসিসের মতো শারীরিক অসুস্থতার কারণে যাঁরা দীর্ঘ দিন চলাফেরা করতে পারেন না তাঁদের ক্ষেত্রেও থ্রম্বোএম্বলিজমের ঝুঁকি তৈরি হয়। ৪) হৃদ্যন্ত্রে কোলেস্টেরল জমাট বাঁধলেও রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধে। ওবেসিটি, ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, লিপিড প্রোফাইলের তারতম্যে, সিক্ল সেল অ্যানিমিয়ার কারণেও রক্ত জমাট বাঁধে।

৫) থ্রম্বোএম্বলিজমের সমস্যা কিন্তু জিনবাহীও হতে পারে। রক্তে থাকা প্রোটিনের ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে অল্প বয়সেই এ ধরনের সমস্যা হয়। তাই পারিবারিক ইতিহাসে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা থাকলে সন্তানেরও এই সমস্যা হতে পারে।

কোন কোন উপসর্গ দেখে সতর্ক হবেন?

১) হাতে, পায়ে রক্তজ মাট বাঁধলে সেই অংশে ব্যথা হয়। অংশটি ফুলেও যেতে পারে। ওই স্থান ছড়ে গিয়ে জ্বালা ভাবও হতে পারে। কোনও চোট-আঘাত না পেয়েও এমন উপসর্গ দেখতে পেলে সতর্ক হোন। ২) কখনও কখনও শরীরে কোনও অংশে রক্ত জমাট বাঁধলে সেই অংশটি লাল হয়ে যায়। কখনও আবার বিবর্ণও দেখায়। শরীরের ওই অংশে রক্তের অভাবের কারণেই ত্বক বিবর্ণ দেখায়। তাই শরীরের কোনও অংশ যদি বিবর্ণ দেখায়, সেখানে ব্যথা হয়, তা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

৩) ফুসফুসেও রক্তজমাট বাঁধতে পারে। সে ক্ষেত্রে শরীরে অক্সিজেনের ঘাটতি শুরু হয়। এর ফলে শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথার মতো উপসর্গ দেখা যায়। এর পাশাপাশি তীব্র কাশি, কাশির সঙ্গে রক্তপাত শুরু হলেও সতর্ক হতে হবে। মাথায় রক্ত জমাট বাঁধলে মাথা ঘোরানো, মাথা ব্যথা, কথা বলতে সমস্যা, শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

দেবাশিস তেওয়ারী'র পাঁচটি কবিতা

স্তব্ধতাকে

["If I had known how cruel love is
How savage– pitiless and dire–
I'd not have entered in this house–
But stayed outside to beat a drum
and warn the eager crowds away.
But now lóóm here– inside the house,
I'm drumless– helpless– beaten– dumb,
Lang Leav]

একএকটা পাতার আড়াল
ভেঙে দেয় সন্ত্রাসবাদী স্তব্ধতা
দুপুরের ভাতঘুম সেরে আজ উঠে দেখি
প্রদীপের মতো এয়োস্ত্রীরা সাজিয়েছে পাঞ্চজন্য মঠ
এখনই কৃষ্ণ হয়তো গোষ্ঠের স্তাবকতা
মেখে ফিরবেন
পথে যদি কোনও ঘুঁটেকুড়ানিরা
আরেকবার আড়াল করার ঢঙে
স্তব্ধতাকে কোল পেতে চায়

তাহলে তমালবন দুলে উঠবে সশীষ রোদনে
কিছুটা কাঞ্চনমূল্যে
কিছুটা
ছায়ায়

স্বর্গ দিশেহারা

["I have one mine and I know that I am kind
And also I have one soul,
They made me this man as I know that I am
As I am the person that you see and know"- Randy McClave]

রঙমশালের মস্ত দালান ঝড় ওঠে না মনে
ঝাড় তুলে নেয় ঝাড়লণ্ঠন বেগুনকোদর স্টেশন
একটু-আধটু পা মিলালেও সময় তো টনটনে
হারিয়ে যাওয়ার বলগা পেরোই এটাও দেখুক নেশন

অন্তিমে তার সঙ্গীবিহীন আঁচ লাগে কাচ ছাড়া
জটিল কোনও মেলবন্ধন সহজ হতে শেখায়
নিজের কৃতকর্মে তারা সহজ কিছু লেখায়
টাকায় বাঁচে জনসভার রোগটি আঙুলহাড়া

অর্থ শুধু শর্ত খোঁজে ঘুমকথাদের নাচন
আসলে ধরি দিব্যদৃষ্টি না-হয় ধরি পাচন

অবক্ষয়ের মন্ত্র এটা, লোক না ওরা কারা ?
সটান আসে সটান খোঁজে স্বর্গ দিশেহারা

দিনশেষে যত কিছু

["Rose-pink– pink-rose, bring me a happy day".- Vivien Eliot's diary]

মেঘের ইঙ্গিত থেকে ঝরে পড়ে কান্নার আঁচড়
আঁচল মোছেনা সেই স্তব,
কেবল ক্ষয়াটে মোম উচ্ছিষ্টের ফুলদানি
কিছুটা সরিয়ে
একফালি নরম চাঁদ থেকে
দেখে নিই শীর্ণ তলদেশ।

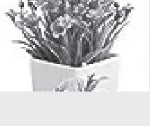

আজ আর বাগানে যাব না,
রাতচরা পাখিদের মতো ভ্রূবাদুর ঘুম
দিনশেষে যত কিছু হিসেব চোকায়।

আমার শরীরঘিরে

["had a long and sinuous expetition in the direction of some of our infinities.... the other infinity. The infinite production of colours, rhythms and forms reveals itself to be in the end a terrifying and laughable cascade of trifles,"- Octavio Paz]

লাভের অংকে মেলে ক্ষতির ব্যবস্থাকারী মন
ক্ষতিহীন লাভ ওটা পড়ে থাকে ছাইয়ের গাদায়
শৌচক্রিয়ার মতো মেয়েরাও যখন-তখন
ক্রিয়ার সমাপ্ত হলে একটি কথা, যাবেন বাদায়

বাদায় প্রণতিসেতু পুষ্পোদ্যান সপুষ্পকরথে
নেমে আসছে বাঘাটোন ফসলে ফসলে ক্ষয়কারী
আবার রেশমচাষ, আবার পালনকারী মথে
বাড়াবে পালন-ইচ্ছা কতিপয় সর্বনামধারী

বাড়াবে পালন-ইচ্ছা কর্তার ইচ্ছায় কর্ম হয়
কর্তার আড়ালে থাকে গোপনেচ্ছা প্রণয়নকারী
আমি তো লুকানো অঙ্গ ক্রমে ক্রমে বেড়ে গেলে ভয়
আমার শরীরঘিরে চর্চা করবে পিঁপড়েদের সারি

কীভাবে কোষ্টার ফেঁসো

["And by the way
Everything in life
Is writable about
if you have the outgoing
guts to do it, and
the imagination to improvise.
The worst enemy to
creativity is self- doubt".- Sylvia Plath]

প্রতিটি ক্ষরণে জন্মে কবিতার অভাবিত হাত
বিধিনিষেধের মাঠ ফলন হয় না একদিনও
মায়াবী ফসল থেকে তুলে আনি সরষের বরাত
যত পারো জাগ দাও কিংবা ছায়াঘুমটুকু কিনো
ছায়াঘুম মায়াতুর আদরে রোদন আসে আর
ফিরো না ফিরো না রাস্তা তুমি জানো ঘুম না ভাঙার

ফিরো না ফিরো না আলো তুমি জানো জঠর সংঘাত
কীভাবে কোষ্টার ফেঁসো তড়িঘড়ি চিনে নেয় জাত !

পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাসপেন্ড প্রার্থীরা মান-অভিমান ভুলে আবারো তৃণমূলে যোগদান

নদীয়া, ১৭ মার্চ (হি.স): গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন দলের কর্মীরা। টিকিট না মেলায় নির্দল প্রার্থী হয়েছিলেন নদীয়ায়। তারা আবারো আবেদনের ভিত্তিতে মান অভিমান ভুলে দলে ফিরতে চেয়েছিলেন। সেই মত নদীয়ার রানাঘাট ১ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি তাপস ঘোষ রবিবার এই রকমই ৩০ জনকে যোগদান এর ব্যবস্থা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন রানাঘাট এক এবং দুই, ক্রিশমা, কালীনারায়নপুর হবিবপুর অঞ্চলের নজন জয়ী পঞ্চায়েত সদস্য এবং ২১ জন প্রার্থী হয়েছিলেন তবে জয়যুক্ত হতে পারেননি এমন তৃণমূল কর্মীদের আবারো ফেরানো হলো দলে। তবে জেলা সভাপতি দেবাশীষ গাঙ্গুলীর কাছে এদিন রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এইরকমই এক নির্দেশ আসার পর তিনি দলীয় মুখপাত্র এবং প্রাক্তন নদীয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি বাণীকুমার রায়ের উপর দায়িত্ব দেন তার হাত থেকেই তৃণমূলের পতাকা নিয়ে যোগদান পর্ব চলে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামনগর দু''''নম্বর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান উৎপল বিশ্বাস রয়েছেন তেমনই হবিবপুরের প্রাক্তন প্রধান গোপাল ঘোষ এবং কালীনারায়নপুর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান দীপা দাশ ঘোষ।

তবে আসন্ন সাংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে এই যোগদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সুবিধা জনক বলে মনে করছেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। তবে বিরোধীদের পক্ষ থেকে অবশ্য জানানো হয়েছে ভোটের আগে প্রচার বাড়াতেই এ ধরনের চমকপ্রদ কর্মসূচি এর আগেও তারা স্থানীয়ভাবে তৃণমূলই করতেন। বহিষ্কার কিংবা যোগদান কোনটাই দলীয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নয়।

প্রসঙ্গত, রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের ঘোষিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে দলেরই অনেকে প্রার্থী হয়েছিলেন নিজেরাই অনেকে আবার দলীয় পদমর্যাদা থাকা সত্ত্বেও নিয়মিত সেই নির্বাচনে নির্দল প্রার্থীর হয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। তাদের তালিকা প্রস্তুত করে দলীয় সভাপতি পাঠিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর কাছে। সাসপেন্ড করা হয় প্রত্যেককে , জানানো হয়েছিল দলের সাথে কোন ভাবে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। যদিও নির্বাচন ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনায় তারা যোগদান করলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা ছিলেন দলের বাইরে। একদিকে যেমন তাদের রাগ অভিমান কিছুটা লাঘব হয়েছে অন্যদিকে দলীয় কর্মীদের প্রতিও দলের উচ্চ নেতৃত্বর অভিমান কমেছে যদিও এ প্রসঙ্গে নেতৃত্বরা জানান আবেদনের ভিত্তিতেই এই যোগদান করানো হচ্ছে।

শাহজাহানকে গা ঢাকা দিতে সাহায্য ! ভাই আলমগির সহ ৩ জনকে গ্রেফতার করল সিবিআই

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি.স.): দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদ শেষে শনিবার রাতে শেখ শাহজাহানের ভাই শেখ আলমগিরকে গ্রেফতার করল সিবিআই। গত ৫ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে ইডি-র ওপর হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে শাহজাহানকে। তিনি বর্তমানে সিবিআই হেফাজতে রয়েছেন। হামলার পর থেকেই শাহজাহান বেপাত্তা ছিলেন। সিবিআইয়ের সন্দেহ, তাঁকে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে সাহায্য করেছেন ভাই আলমগির।

এই ঘটনায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গত বৃহস্পতিবার নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে আলমগিরকে হাজিরা দিতে বলেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। কিন্তু তিনি হাজিরা দেননি। এরপর শুক্রবার তাঁকে ফের নোটিশ পাঠিয়ে শনিবার বেলা ১১টায় হাজিরার কথা বলা হয়। সেই মতো এদিন সকালে সিবিআই দফতরে পৌঁছন আলমগির। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। উত্তর সন্তোষজনক না হওয়ায় ৯ ঘণ্টার ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ শেষে শাহজাহানের ভাইকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই।

এদিকে, আলমগিরের সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে মাফুজার মোল্লা ও সিরাজুল মোল্লা নামে আরও ২ জনকে। তাঁরা দুজনেই সন্দেশখালি ব্লকের তৃণমূল নেতা। সূত্রের খবর, মাফুজার ও সিরাজুল শাহজাহানের যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিল। এনিয়ে সন্দেশখালিতে ইডির ওপর হামলার ঘটনায় ১৪ জনকে হেফাজতে নিল সিবিআই।

উত্তর মালদায় তৃণমূলের বহিরাগত প্রার্থী নিয়ে তরজা তুঙ্গে

মালদা, ১৭ মার্চ (হি.স): উত্তর মালদায় তৃণমূলের বহিরাগত প্রার্থী নিয়ে তরজা তুঙ্গে। বহিরাগত প্রার্থী নিয়ে বারবার কটাক্ষ করছে বিজেপি। তারই পাল্টা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বারাণসী থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার প্রসঙ্গ টেনে আনলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি ।সাথে মমতা অভিষেকের বিরুদ্ধে বললে পিঠের চামড়া তুলে নেওয়ার বিস্ফোরক মন্তব্য সংবাদ মাধ্যমের সামনে। দেশের প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব নেতা ।আর উত্তর মালদার তৃণমূল প্রার্থীকে উত্তর মালদার লোকেরাই চেনে। তৃণমূল এই প্রসঙ্গ টেনে অশিক্ষার পরিচয় দিচ্ছে পাল্টা কটাক্ষ বিজেপির। উত্তর মালদায় তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা। হরিশ্চন্দ্রপুরে কর্মী সভায় এসে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন জেলা তৃণমূলের সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সি। মূলত এই হরিশ্চন্দ্রপুর থেকেই উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি উজ্জ্বল দত্ত রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে নাম না করে কটাক্ষ করেন বক্সী কে। বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মুও বারবার বহিরাগত প্রার্থীর ইস্যু সামনে আনেন ।তারই পাল্টা বলতে গিয়ে বেফাস মন্তব্য জেলা তৃণমূল সভাপতির। প্রধানমন্ত্রীর নাম না করে তিনি বলেন গুজরাট থেকে একজন বারানসিতে এসে লড়ছে। আর প্রসূনবাবু রাজ্যের মধ্যেই আছেন। তাই বিজেপি আগে সেটা জবাব দিক। সাথে তিনি বললেন মমতা অভিষেকের নামে কেউ কুৎসা করলে পিঠের চামড়া তুলে নেওয়া হবে। এই প্রসঙ্গে পাল্টা তীব্র প্রতিক্রিয়া বিজেপির। বিজেপির দাবি নরেন্দ্র মোদী দেশের প্রধানমন্ত্রী। একজন বিশ্ববরেণ্য নেতা। যাকে পৃথিবীর সকলে চেনে। আর উত্তর মালদার তৃণমূল প্রার্থী প্রসুন ব্যানার্জিকে উত্তর মালদার সকলেই ভালো করে চেনে না ।তাই এই তুলনা অশিক্ষার পরিচয় দেয়। পিঠের চামড়া তুলে নেওয়ার মন্তব্য বিজেপির দাবি এটাই তৃণমূলের সংস্কৃতি ।ভোট যতই আসছে জুজুধান বিপক্ষের বাকযুদ্ধে চড়ছে রাজনীতির পারদ।

বহরমপুরে ছেলের হাতে গুলিবিদ্ধ হল বাবা

মুর্শিদাবাদ, ১৭ মার্চ (হি.স): রবিবার সাত সকালে বহরমপুরে চলল গুলি। বহরমপুরের সৈদাবাদে জোড়া শিব মন্দির এলাকায় ছেলের হাতে গুলিবিদ্ধ হলেন এক ব্যক্তি। পুলিশ জানিয়েছে আহতের নাম সুশান্ত কুমার মন্ডল। ছেলে সৌমেন মন্ডল তাকে গুলি করে। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় সুশান্ত মন্ডলকে বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে চিকিৎসার জন্য।

জানা গিয়েছে, পরিবারের ছোট সন্তান সৌমেন মন্ডল বাড়িতে বসে থাকে কিন্তু কোন কাজ করে না। আর তা নিয়েই নিত্যদিন অশান্তি লেগেই থাকতো। আর সেই কারণেই বাবাকে গুলি করে। বাবা সরাসরি অভিযোগ করেছে ছেলের বিরুদ্ধেই। বাবার বুকের ওপরে গুলি লাগে। গুরুতর আহত অবস্থায় বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। সমগ্র ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন।

সঙ্ঘ মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিচ্ছে এবং সমাজেও সঙ্ঘের প্রভাব বাড়ছে : দত্তাত্রেয় হোসাবালে

নাগপুর, ১৭ মার্চ (হি.স.): সঙ্ঘ মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিচ্ছে এবং সমাজেও সঙ্ঘের প্রভাব বাড়ছে। বললেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরকার্য্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসাবালে। তিনি বলেছেন, 'রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগে ''''অক্ষত বিতরণ''''-এর সময় সমগ্র দেশে মানুষ যেভাবে আমাদের স্বাগত জানিয়েছিল, তা দেশের পরিবেশকে তুলে ধরে। রাম মন্দির ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতীক। শ্রী রাম দেশের সভ্যতার পরিচয়, এটা বারবার প্রমাণিত হয়েছে এবং ২২ জানুয়ারিতেও প্রমাণিত হয়েছে। প্রায় ২০ কোটি বাড়িতে আরএসএস অথবা আমাদের মতাদর্শের মানুষজন পৌঁছেছে, এটি ভারতের ইতিহাসে একটি রেকর্ড যে এমন একটি ঘটনাট ঘটেছে মাত্র ১৫ দিনে।

পুনরায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরকার্য্যবাহ পদে নির্বাচিত হয়েছেন দত্তাত্রেয় হোসাবালে। রবিবার অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠকের অন্তিম দিনে আরএসএস-এর সরকার্য্যবাহ পদে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন দত্তাত্রেয় হোসাবালে, দায়িত্বে থাকবেন ২০২৭ পর্যন্ত। গত ১৫ মার্চ থেকে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে শুরু হয়েছে আরএসএস-এর অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক। রবিবার বৈঠকের অন্তিম দিনে আরএসএস-এর সরকার্য্যবাহ পদে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন দত্তাত্রেয় হোসাবালে। ২০২১ সাল থেকে সরকার্য্যবাহ পদের দায়িত্ব পালন করছেন দত্তাত্রেয় হোসাবালে। আরও ৩ বছরের জন্য অর্থাৎ ২০২৭ সাল পর্যন্ত আরএসএস-এর সরকার্য্যবাহ পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন দত্তাত্রেয় হোসাবালে।

'আইএনডিআই' জোটের মেগা সমাবেশে ২ লক্ষের বেশি মানুষ অংশ নেবেন : চরণ সিং সাপ্রা

মুম্বই, ১৭ মার্চ (হি. স.) : ''আইএনডিআই'' জোটের মেগা সমাবেশে ২ লক্ষের বেশি মানুষ অংশ নেবেন, রবিবার এই মন্তব্য করেন কংগ্রেস নেতা চরণ সিং সাপ্রা। তিনি এদিন মুম্বইতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা বলেন।

কংগ্রেস নেতা চরণ সিং সাপ্রা এদিন বলেন, রবিবার মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি পার্কে আইএনডিআই জোটের মেগা সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। এই সমাবেশে ২ লক্ষের বেশি মানুষ অংশ নেবেন। এই সমাবেশে জোটের সবাই উপস্থিত থাকবেন। 'আইএনডিআই' জোটের নেতারা এবং বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা অংশ নেবেন এই সমাবেশে। 'আইএনডিআই' জোট এখান থেকেই তাঁদের ভোটের প্রচার শুরু করবে।

রেস্তোরাঁয় নৃশংস হামলা, পুণেতে খুন যুবক

পুণে, ১৭ মার্চ (হি. স.): ভয়ঙ্কর এক খুনের ঘটনার সাক্ষী হয়ে থাকল পুণে। শনিবার সন্ধ্যায় একটি রেস্তোরাঁয় বসে খাবার সময় এক যুবককে প্রথমে গুলি করে, ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুন করল আততায়ীরা। জানা গেছে, গুলি চালানোর পর মৃত্যু নিশ্চিত করতে বারে বারে ছুরির কোপ মেরে হত্যা করা হয় ওই যুবককে। মৃতের নাম বালু ধানভে।

সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, প্রথমে দুই আততায়ী রেস্তোরাঁর ভিতরে প্রবেশ করে। তাদের একজনের হাতে ধরা প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে বন্দুক বের করে সে গুলি চালায় যুবকের উপরে। পরে আরও ৬ জন আততায়ী সেখানে আসে। তাদেরই একজন ছোরা দিয়ে কোপানো শুরু করে যুবককে। পুলিশ জানিয়েছে এটি দুই গ্যাংয়ের লড়াই। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পাঁচ সদস্যের এক দল গঠন করা হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সন্ধান নেই বরপেটার ১৫ বছরের স্কুলছাত্রী, অপহরণের আশংকা অভিভাবকদের

বরপেটা (অসম), ১৭ মার্চ (হি.স.)। তিনদিন অতিক্রান্ত, আজও সন্ধান নেই বরপেটা জেলার অন্তর্গত বাঘবর বিধানসভা এলাকার দীঘিরপাম গ্রামের বাসিন্দা ১৫ বছরের স্কুলছাত্রী মিনুওয়ারা খাতুনের। তাকে অপহরণ করা হয়েছে বলে আশংকা করছেন অভিভাবকরা।

নিখোঁজ নাবালিকা মিনুওয়ারা খাতুনের অভিভাবকদের কাছে জানা গেছে, দীঘিরপাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্রী সে। গত ১৪ তারিখ (১৪ মার্চ) মিনুওয়ারা পরীক্ষা দিতে সকাল সাড়ে সাতটায় তাদের বাসা থেকে বের হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও সে বাড়ি না ফেরায় তার বাবা-মা এবং আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়তে থাকে। সম্ভাব্য পরিচিত মহলে তার খোঁজখবর নিয়েও কোনও সন্ধান মেলেনি মেয়ের।

ঘটনার পরের দিন মন্দিয়া থানায় মেয়ের নিখোঁজ সংক্রান্ত এক এফআইআর দাখিল করা হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত নিখোঁজ মেয়েকে খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা নিষ্ফলা। তার হদিশ সম্পর্কে কোনও তথ্য বা ক্লু-ও পায়নি পুলিশ। মিনুওয়ারার অভিভাবকদের সন্দেহ, তাদের মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার পেছনে খারাপ খেলা রয়েছে, তাকে অপহরণ করা হয়েছে।

অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে : অতিশী

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.): দিল্লি জল বোর্ড মামলায় অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ইডি-র সমনের প্রেক্ষিতে তোপ দাগলেন দিল্লির মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী। অতিশী অভিযোগ করেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে।

দিল্লি জল বোর্ড মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সমন পাঠিয়েছে ইডি। রবিবার ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লি জল বোর্ড মামলায় অর্থ তছরূপ প্রতিরোধ আইনের ৫০ নম্বর ধারার অধীনে আগামীকাল (সোমবার) দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী এবং আম আদমি পার্টি (এএপি) সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সমন জারি করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এএপি নেত্রী অতিশী বলেছেন, 'দিল্লি জল বোর্ডের এই বিষয় সম্পর্কে কেউ জানে না, এই সমন পাঠানো হচ্ছে কারণ প্রধানমন্ত্রী মোদী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে তাঁরা আবগারি বিষয়ক মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করতে পারবেন কিনা...অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করার জন্য একটি ব্যাকআপ পরিকল্পনা শুরু করা হচ্ছে।'

অতিশী বলেছেন, 'দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল শনিবার সন্ধ্যায় ইডি-র পক্ষ থেকে আরেকটি সমন পেয়েছেন। ইডি তাঁকে দিল্লি জল বোর্ড সম্পর্কিত কিছু তদন্তে যোগ দিতে বলেছে...এই বিষয়ে ইডি যে মামলাটি নথিভুক্ত করেছে সে বিষয়ে আমরা অবগত নই...অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে এই ভুয়ো মামলায় তলব করা হয়েছে।''

হরিয়ানার ধারুহেরা এলাকায় বিস্ফোরণে যথাযথ তদন্তের নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

হরিয়ানার রেওয়ারি জেলার ধারুহেরা এলাকার একটি কারখানায় শনিবার রাতে বয়লার বিস্ফোরণে বহু শ্রমিক আহত হয়েছেন। রবিবার এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনি। তিনি জেলা প্রশাসনকে অবিলম্বে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনার তদন্তের নির্দেশও দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, শনিবার রাতে হরিয়ানার রেওয়ারি জেলার ধারুহেরা এলাকার একটি কারখানায় বয়লার ফেটে কমপক্ষে ৫০ জন আহত হয়েছেন। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে বহুক্ষণ চেষ্টার ফলে কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।

নামাজের সময় গুজরাটে বিদেশি পড়ুয়াদের ওপর হামলা, আহত ৫

আমেদাবাদ, ১৭ মার্চ (হি. স.): রমজান মাসে নামাজ পড়ার সময় গুজরাটের এক হস্টেলে ভাঙচুরের অভিযোগ উঠলো একদল দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। এই হামলার ঘটনায় ৫ বিদেশি পড়ুয়া আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। পড়ুয়ারা আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, তুর্কমেনিস্তান এবং আফ্রিকার দেশ থেকে এখানে পড়তে এসেছিলেন।

জানা গেছে, শনিবার রাতের বেলা নামাজ পড়ার জন্য নিজেদের হস্টেলের ভিতরেই জড়ো হয়েছিলেন ওই পড়ুয়ারা। অভিযোগ, সেইসময় সেখানে উপস্থিত হয় একদল দুষ্কৃতী। তারা হস্টেলের ঘরে ঢুকে তারা ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। আহত পড়ুয়াদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সিএএ-র বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে কেরল সরকার, মঙ্গলবার হতে পারে সব মামলার শুনানি

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.): নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ)-এর সাংবিধানিক বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হল কেরল সরকার। এর আগেই মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছিল, কেরলে সিএএ কার্যকর করা হবে না। এটাই তাদের সরকারের অবস্থান। সিএএ-র বিরুদ্ধে একাধিক আবেদন জমা পড়েছে সুপ্রিম কোর্টে। ১৯ মার্চ, আগামী মঙ্গলবার সেই সব ক'টি আবেদন শুনবে শীর্ষ আদালত। সিএএ-র বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে কেরলই প্রথম রাজ্য হিসাবে গিয়েছিল। ২০২০ সালে আবেদন করেছিল তারা। জানিয়েছিল, সংবিধানে নাগরিকদের যে সাম্যের অধিকার দেওয়া হয়েছে, সিএএ তার বিরোধী। গত ১১ মার্চ সিএএ জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার। এর ফলে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আফগানিস্তান থেকে যে সব হিন্দু, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, পার্সি, খ্রিস্টানেরা ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে ভারতে এসেছেন, তাঁদের এ দেশের নাগরিকত্ব দেওয়া শুরু করা হবে। ১৪ মার্চই কেরল সরকার জানিয়ে দিয়েছিল, তারা এই আইনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হবে। এ বার সেই পথে এগিয়েছে।

আড়াইশো বছরের স্মৃতিচারণায় জিপিও উদ্যোগে পদযাত্রা

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি.স): দীর্ঘ আড়াইশো বছর ধরে একই ভাবে পথ চলা কলকাতা জিপিও। এর সঙ্গে জুড়ে আছে নানান ঐতিহ্যবাহী কর্মকান্ড। রবিবার সেই ঐতিহ্যবাহী কর্ম কাণ্ডের সাক্ষী হিসেবে কলকাতায় ডালহৌসি চত্বরের জিপিও র সামনে থেকে এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই পদযাত্রা টি কলকাতার বিভিন্ন হেরিটেজ বিল্ডিং প্রদক্ষিণ করে। এই উপলক্ষে পিকচার পোস্টকার্ড উদ্বোধন করা হয়। এদিনের পদযাত্রায় পুরনো দিনের স্মৃতি চারন '''' রানার ''''- এর সংযুক্তি ঘটানো হয়। তারাও এলাকা প্রদক্ষিণ করে। রবিবার পশ্চিমবঙ্গের পোস্ট মাস্টার জেনারেল নীরজ কুমার জানান, ''''এই উপলক্ষে কলকাতার ডালহাউসি স্কোয়ার এলাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিল্ডিং প্রদক্ষিণ করবে। জিপিও র ২৫০ বছর স্মরণে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।''''

বড় সাফল্য ভারতীয় নৌসেনার, জল দস্যুদের কবল থেকে উদ্ধার অপহৃত জাহাজ

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি.স.): বড়সড় সাফল্য পেল ভারতীয় নৌসেনা। একটানা ৪০ ঘণ্টা ধরে রুদ্ধশ্বাস অভিযান চালিয়ে সোমালি জলদস্যুদের কবল থেকে অপহৃত পণ্যবাহী জাহাজ এমভি রুয়েনকে উদ্ধার করল ভারতীয় নৌসেনা। নৌসেনা সূত্রে খবর, জাহাজের দখল নেওয়া ৩৫ জলদস্যুকে গ্রেফতার করা হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে জাহাজের ১৭ কর্মীকেও। সোমালি জলদস্যুদের হাতে অপহৃত এই পণ্যবাহী জাহাজটিকে শুক্রবার থেকেই আটক করার চেষ্টা করছিল ভারতীয় নৌসেনা। অপহৃত ওই জাহাজটির পিছু ধাওয়া করে নৌসনার জাহাজ আইএনএস কলকাতা। শনিবার জাহাজটিকে আটক করার চেষ্টা করতেই নৌসেনার জাহাজ এবং হেলিকপ্টার লক্ষ্য করে জলদস্যুরা গুলি চালাতে থাকে। নৌসেনার তরফে জলদস্যুদের সতর্কবার্তা পাঠিয়ে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়। কিন্তু তার পরেও জাহাজটি নিয়ে এগোতে থাকে জলদস্যুরা। পিছু ধাওয়া করে নৌসেনাও। প্রায় ৪০ ঘণ্টা ধরে অভিযান চালানোর পর অবশেষে শনিবার জলদস্যুদের গ্রেফতার করে নৌসেনা।

মাত্র ৫ শতাংশ মানুষই সুবিচার পায়, বাকিরা অন্যায়ের কারণে ভুগছেন : রাহুল গান্ধী

মুম্বই, ১৭ মার্চ (হি.স.): মাত্র ৫ শতাংশ মানুষই সুবিচার পান, তাঁদের জন্য আদালত, সরকার এবং অন্যান্য সমস্ত প্রতিষ্ঠান কাজ করে। ৯০ শতাংশ মানুষ অন্যায়ের কারণে ভুগছেন। এই অভিমত পোষণ করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। রবিবার মুম্বইয়ে এক বক্তৃতা সভায় রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'মাত্র ৫ শতাংশ মানুষই সুবিচার পান। তাঁদের জন্য আদালত, সরকার এবং অন্যান্য সমস্ত প্রতিষ্ঠান কাজ করে। কিন্তু আমরা যদি অন্য ৯০ শতাংশ জনসংখ্যার দিকে তাকাই, তাঁরা অন্যায়ের কারণে ভুগছে।'

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'ভারত যদি ''''মহব্বতের'''' দেশ হয়, তাহলে কেন ঘৃণা ছড়ানো হচ্ছে? আমরা বলি বিজেপি ঘৃণা ছড়ায়, কিন্তু এই ঘৃণার একটা ভিত্তি থাকতে হবে... ঘৃণার কারণ হল অন্যায়। এই দেশে প্রতিদিন অন্যায় হচ্ছে। গরিব, কৃষক, দলিত, নারী ও যুবকের বিরুদ্ধে হচ্ছে।'

ধারালো অস্ত্র সহ ডাকাত দলের ৪ সদস্য গ্রেপ্তার

মালদা, ১৭ মার্চ (হি.স): ধারালো অস্ত্র সহ ডাকাত দলের ৪ সদস্যকে গ্রেপ্তার করল মানিকচক থানার পুলিশ। গোপন সূত্রের খবরে নিমতলী এলাকা থেকে চারজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃতরা হলেন, মাবুদ আলী চাঁচল থানা এলাকার বাসিন্দা। গণেশ মণ্ডল ভুতনি থানা এলাকার বাসিন্দা। ওপর দুইজন শেখর মন্ডল ও সাদেক আলি মানিকচক থানা এলাকার বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছে একটি হাসুয়া, দুটি ভোজলি, একটি লোহার রোড, একটি দড়ি ও একটি বড়ো বস্তা। ১৪-১৫ জনের ডাকাত দল ডাকাতির উদ্দেশ্যে নিমতলী এলাকায় জড়ো হয়েছিল। রাতের অন্ধকারের সুযোগে বাকিরা পালিয়ে গেলেও চারজনকে ধরে ফেলে পুলিশ। রবিবার ধৃত ৪ জনকেই মালদা জেলা আদালতে পাঠিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

বজালির ধুমরকুর দৈনিক বাজারে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, ছাই ছয়টি দোকান

বজালি (অসম), ১৭ মার্চ (হি.স.) : বজালির ধুমরকুরে অবস্থিত দৈনিক বাজারে বিধসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ছয়টি দোকান সম্পূর্ণ ছাই হয়ে গেছে। ঘটনা আজ রবিবার ভোররাতে সংঘটিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে বজালি এবং ভবানিপুর থেকে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ফায়ার ব্রিগেড এবং পুলিশের বিশাল দল। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় গোটা বাজার সমেত এলাকা রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু রক্ষা করতে পারেনি ছয়টি দোকানঘর।

পুলিশের ধারণা, বৈদ্যুতিক গোলযোগের দরুন আগুনের সূত্রপাত। এদিকে অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে।

পাণ্ডবেশ্বরে বিজেপি কর্মীর দোকানে আগুন, অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

পাণ্ডবেশ্বর, ১৭ মার্চ (হি.স.): বিজেপি কর্মীর দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগে উত্তপ্ত পশ্চিম বর্ধমানের পাণ্ডবেশ্বর। অভিযোগের তির তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিকে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

পাণ্ডবেশ্বরের জামাই পাড়ার এবিপিটে গুমটি দোকান রয়েছে বিজেপির মণ্ডল ১-এর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদক রিনা ঠাকুরের। তিনি মাস ছ'য়েক আগে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েই সাধারণ সম্পাদকের পদ পেয়ে যান। অভিযোগ, তার পর থেকে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁকে দলবদল করে আবার তৃণমূলে ফেরার জন্য হুমকি দিতে থাকে। রিনার দাবি, তাঁকে এ জন্য মারধরও করা হয়েছিল। সেই অভিযোগ তিনি থানায় জানিয়েছেন। কিন্তু প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ রিনার। তিনি বলেন, ''শনিবার রাত ২টো নাগাদ আমাকে প্রতিবেশী তুলসি বাউড়ি ডেকে তুলে বলে, ওঠো ওঠো তোমার গুমটি জ্বালিয়ে দিয়েছে। আমরা তাড়াহুড়ো করে ছুটে আসি। দোকানে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। সব শেষ হয়ে গিয়েছে।''

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমবতী নন্দন বহুগুণাকে মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন মুখ্যমন্ত্রী যোগীর

লখনউ, ১৭ মার্চ (হি. স.) : উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমবতী নন্দন বহুগুনাকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। রবিবার যোজনা ভবনে হেমবতী নন্দন বহুগুণার মূর্তিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান যোগী আদিত্যনাথ। এদিন এই শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ক্যাবিনেট মন্ত্রী স্বাধীনদেব সিং, মেয়র সুষমা খার্কওয়াল, প্রয়াগরাজ সাংসদ ড. রিতা বহুগুনা যোশী, মুখ্য সচিব দুর্গা শঙ্কর মিশ্র প্রমুখ।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে যোগী লিখেছেন, প্রখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত ড. হেমবতী নন্দন বহুগুণার মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ওঁনার স্মৃতিতে কোটি কোটি প্রণাম জানাচ্ছি।

'আইএনডিআই' জোট একটি স্বার্থপর জোট : গিরিরাজ সিং

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি. স.) : 'আইএনডিআই' জোট একটি স্বার্থপর জোট, রবিবার এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তিনি এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'আইএনডিআই' জোট একটি স্বার্থপর এবং পরিবারতান্ত্রিক জোট। জনগণ প্রধানমন্ত্রী মোদীকে তাঁদের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মেনে নিয়েছেন। কারণ তিনি দেশের জন্য এবং দেশ তাঁর জন্য। 'আইএনডিআই' জোট পরিবারবাদকে সমর্থন করে।

লোকসভা ভোটের কর্মসূচি ঘোষণা হয়েছে ১৬ মার্চ। ১৯ এপ্রিল থেকে নির্বাচন শুরু হবে।

রবিবার রাহুলের ন্যায় যাত্রার শেষদিনে জোটের শক্তিপ্রদর্শন

মুম্বই, ১৭ মার্চ (হি. স.): রবিবার মুম্বইয়ে ''''ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা''''র সমাপ্তি। ১৪ জানুয়ারি মণিপুর থেকে এই যাত্রা শুরু করেছিলেন রাহুল গান্ধী। রবিবার মেগা ব্যালির মাধ্যমে তা শেষ হচ্ছে।

সূত্রের খবর, মুম্বইয়ে রাহুলের ন্যায় যাত্রায় উপস্থিত থাকবেন আইএনডিএ জোটের একাধিক নেতানেত্রী।

কংগ্রেস নেতৃত্ব ছাড়াও উপস্থিত থাকার কথা তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন, মহারাষ্ট্রের শরদ পওয়ার, উদ্ধব ঠাকরে, বিহারের লালুপ্রসাদ যাদব, তেজস্বী যাদব, উত্তর প্রদেশের অখিলেশ যাদবের। বাংলা থেকে তৃণমূলের তরফে উপস্থিত থাকতে পারেন ডেরেক ও'ব্রায়েন।

মানসিক নির্যাতন, ফতেপুরে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী কিশোরী

ফতেপুর, ১৭ মার্চ (হি. স.): বারবার হয়রানির শিকার হয়ে আত্মঘাতী হলেন ১৮ বছরের এক কিশোরী। শনিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের ফতেপুরে। জানা গেছে, মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন ওই কিশোরী। শেষমেশ গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী হলেন।

পরিবারের অভিযোগ, বাড়ি ফেরার পথে হুসেইনগঞ্জে দুই প্রতিবেশী যুবক তাঁর শ্লীলতাহানি করে। অতীতেও কিশোরীকে উত্যক্ত করেছে ওই যুবকরা। শ্লীলতাহানির পাশাপাশি চলত মানসিক নির্যাতন। বারবার হয়রানির শিকার হয়েই চরম পদক্ষেপ নেন কিশোরী। মৃত্যুর আগে অভিযুক্ত দুই যুবকের নাম মাকে জানিয়েছিলেন কিশোরী।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু হয়েছে তদন্ত। তবে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। তরুণী যে দু'জনের নাম বলে গিয়েছিলেন, তাদের খোঁজ চলছে।

''পিছন থেকে ধাক্কা'', বিতর্কে মন্তব্য বদলে ব্যাখ্যা এসএসকেএম অধিকর্তার

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি.স.): এসএসকেএম হাসরপাতালের তৈরি মেডিক্যাল বুলেটিনের জেরে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুর্ঘটনায় লালবাজারের বিশেষ দল গঠন করে তদন্ত শুরু হয়েছে । এবার সেই এসএসকেএম হাসপাতালের ডিরেক্টর বা অধিকর্তা মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করলেন, 'পিছন থেকে কেউ ধাক্কা দেয়নি, হোঁচট খেয়ে পড়ে যান মুখমন্ত্রী ।' তাহলে তিনি যে গতকাল রাতে বললেন, পিছন থেকে ধাক্কা মারা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে!

মমতার বিতর্কিত মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিলেন এসএসকেএম ডিরেক্টর । তিনি বলেন, 'শারীরিকভাবে পিছন থেকে কেউ ধাক্কা দেয়নি। কিছু একটা ঠেলে দেওয়ার মতো অনুভূতি হয়েছে, যার ফলে হোঁচট খেয়ে পড়ে যান মুখ্যমন্ত্রী।' অর্থাৎ, কেউ তাঁকে ধাক্কা মেরেছেন, তা নয়। কিন্তু, হাসপাতালের বিবৃতির জেরে মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে ফের একবার প্রশ্ন উঠে গিয়েছিল। বাড়ির ভিতরে যদি কেউ তাঁকে ধাক্কা দিয়ে থাকেন, তাহলে তা রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুতর বিষয়। সেই বিতর্কেই শুক্রবার সকালে জল ঢাললেন এসএসকেএমের অধিকর্তা। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেয় নিজের ঘরে হোঁচট খেয়ে পড়ে যান মমতা। সেই সময় তিনি ঘরে একাই ছিলেন। তাঁর দেখভালের জন্য যিনি রয়েছেন, তিনিই প্রথম বিষয়টি সকলকে জানান। দ্রুত তাঁকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়িতে এসএসকেএম হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে ভরতি করানো হয়। তাঁর চিকিৎসার জন্য ৮ সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে।

রাতেই এসএসকেএমের পাশে বাঙুর ইনস্টিটিউশন অফ নিউরোলজিতে ইকোকার্ডিয়োগ্রাম ও সিটি স্ক্যান করানো হয় মমতার। সিটি স্ক্যানের রিপোর্ট আজ সকালে এসেছে। সেখানে উল্লেখ্য করা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর চোট পাওয়া জায়গায় কানকনশ বা প্রচন্ড ঝাঁকুনি হয়েছে। যার ফলে কেটে যাওয়া জায়গা দিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। ভেতরের কোনও চোট তাঁর সিটি স্ক্যানের রিপোর্টে ধরা পড়েনি। তবে, সামান্য ঝিমুনিভাব ছিল ।আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে ।রাতে একজন সিনিয়র চিকিৎসক তাঁর বাড়িতে তত্ত্ববধানে ছিলেন । রাতে মুখ্যমন্ত্রী ভালো ঘুমিয়েছেন বলেও রাজ্য সরকারের এক শীর্ষ আধিকারিক জানিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বুন্দেসলিগায় অভিষেক মরসুমে সবচেয়ে বেশি গোলের রেকর্ড করলেন হ্যারি কেন

মিউনিখ, ১৭ মার্চ (হি.স.): ইতিহাস গড়লেন বায়ার্ন মিউনিখের স্ট্রাইকার হ্যারি কেন। বুন্দেসলিগায় অভিষেক মরসুমে সবচেয়ে বেশি গোল, ৩১ ম্যাচে ২৬ গোল করার রেকর্ড গড়লেন তিনি।

এর আগে বুন্দেসলিগায় অভিষেক মরসুমে বেশি গোল করার রেকর্ডটি ছিল পশ্চিম জার্মানির প্রাক্তন ফুটবলার উইয়ে সেলেরের। হামবুর্গের হয়ে ১৯৬৩-৬৪ মরসুমে ৩০ ম্যাচে ৩০ গোল করেছিলেন তিনি। শনিবার রাতে ডার্মস্টাডের বিপক্ষে গোল করে তাকে ছাড়িয়ে গেলেন কেন। বায়ার্নের হয়ে ৩১ গোল করতে তার লেগেছে ২৬ ম্যাচ।

ডার্মস্টাডের বিপক্ষে প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে গোলের দেখা পান কেন। বায়ার্ন জিতল ৫-২ গোলের বড় ব্যবধানে। দলের হয়ে জোড়া গোল করেছেন জামাল মুসিয়ালা। একটি গোল পেয়েছেন সার্জ গনাব্রি ও ম্যাতিস তেল। এ জয়ের পরও স্বস্তিতে নেই বায়ার্ন। ২৬ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের দুইয়ে তারা, এক ম্যাচ কম খেলা লেভারকুসেন ৬৭ পয়েন্ট নিয়ে আছে সবার শীর্ষে।

গত বছর টটেনহ্যাম ছেড়ে বায়ার্ন মিউনিখে এসেছেন কেন। বুন্দেসলিগায় এসে তিনি হয়েছেন এই লিগের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড়। বায়ার্নের হয়ে সব মিলিয়ে ৩৫ ম্যাচে ৩৭ গোল করেছেন কেন। সঙ্গে ১১টি অ্যাসিস্টও আছে এই স্ট্রাইকারের।

লা লিগা: ভালভের্দের 'হ্যাটট্রিক', ভিনিসিয়ুসের জোড়া গোল

মাদ্রিদ, ১৭ মার্চ (হি.স.): লা লিগায় দারুণ ছন্দে থাকা ভিনিসিউস জুনিয়র জ্বলে উঠলেন এবং জোড়া গোল করলেন। ওসাসুনাকে অনায়াসে হারিয়ে লা লিগার শিরোপা পুনরুদ্ধারের পথে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল রিয়াল মাদ্রিদ।

শনিবার রাতে ওসাসুনার মাঠে ৪-২ গোলে জিতেছে কার্লো আনচেলত্তির দল। এই জয়ে লা লিগার ট্রফির দৌড়ে অনেকখানি এগিয়ে গেল রিয়াল মাদ্রিদ। দ্বিতীয় স্থানে জিরোনার সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান দাঁড়িয়েছে ১০ পয়েন্টের। অর্থাৎ লা লিগায় পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট ২৯ ম্যাচে ৭২। দ্বিতীয় স্থানে থাকা জিরোনা ২৮ ম্যাচে ৬২ পয়েন্ট।

খেলার শুরুতেই ভিনিসিউস রিয়ালকে এগিয়ে দেন। এর পর সমতা টানেন আন্তে বুদিমির। দানি কারভাহাল সফরকারীদের আবার এগিয়ে নেওয়ার পর ব্যবধান বাড়ান ব্রাহিম দিয়াস ও ভিনিসিউস। শেষ দিকে ব্যবধান কমায় স্বাগতিকরা।

লা লিগায় টানা তিন ও সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা চার ম্যাচে গোল করলেন ভিনিসিউস। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরের পর এই প্রথম রিয়ালের হয়ে টানা চার ম্যাচে গোলের দেখা পেলেন ভিনিসিউস।

গুজরাটে পাকিস্তান থেকে আসা ১৮ হিন্দু শরণার্থীকে নাগরিকত্ব প্রদান

আমেদাবাদ, ১৭ মার্চ (হি. স.): সম্প্রতি সিএএ আইন চালু হয়েছে। তারপরেই ভারতীয় নাগরিকত্ব পেলেন পাকিস্তান থেকে ভারতে আসা ১৮ জন হিন্দু শরণার্থী।

জানা গেছে, ১৮ জন হিন্দু শরণার্থী পাকিস্তান থেকে ভারতে এসে গুজরাটের আমেদাবাদে বাস করছিলেন । শনিবার জেলাশাসকের দফতরের তরফে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য একটি ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় । সেই ক্যাম্পে গুজরাটের মন্ত্রী হর্ষ সাংঘভি ওই ১৮ জন পাকিস্তান থেকে ভারতে আসা হিন্দুকে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করেন ।

উল্লেখ্য, নাগরিকত্ব প্রদানের বিষয়টি কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন হলেও আগের গেজেট নোটিফিকেশন অনুযায়ী, গুজরাটের আমেদাবাদ, গান্ধীনগর এবং কচ্ছতে জেলাশাসকরা পাকিস্তান, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশ থেকে আসা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নাগরিকত্ব দিতে পারেন । জানা গেছে, এখনও পর্যন্ত পাকিস্তান থেকে এসে গুজরাটের আমেদাবাদে বসবাসকারী ১১৬৭ জন হিন্দু শরণার্থীকে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়েছে।

দিল্লি জল বোর্ড মামলায় কেজরিওয়ালকে সমন ইডি-র, তোপ দাগল এএপি

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি.স.): এবার দিল্লি জল বোর্ড মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সমন পাঠাল ইডি। রবিবার ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লি জল বোর্ড মামলায় অর্থ তছরূপ প্রতিরোধ আইনের ৫০ নম্বর ধারার অধীনে আগামীকাল (সোমবার) দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী এবং আম আদমি পার্টি (এএপি) সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সমন জারি করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, দিল্লি জল বোর্ডে বেআইনি টেন্ডারিং ও অন্যান্য অর্থ তছরূপের তদন্ত করছে ইডি। এদিকে, দিল্লি জল বোর্ড মামলায় কেজরিওয়ালকে সমন পাঠানোর বিষয়ে তোপ দেগেছে তাঁর দল। এএপি নেত্রী অতিশী বলেছেন, 'দিল্লি জল বোর্ডের এই বিষয় সম্পর্কে কেউ জানে না, এই সমন পাঠানো হচ্ছে কারণ প্রধানমন্ত্রী মোদী উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে তাঁরা আবগারি বিষয়ক মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করতে পারবেন কিনা...অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করার জন্য একটি ব্যাকআপ পরিকল্পনা শুরু করা হচ্ছে।'

২১ ভারতীয় মৎস্যজীবী সহ ২টি নৌকা আটক শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনীর

রামেশ্বরম, ১৭ মার্চ (হি. স.): ভারতের ২১ জন জেলে এবং তাঁদের দুটি মাছ ধরার নৌকা আটক করলো শ্রীলঙ্কার নৌবাহিনী। জানিয়েছেন রামেশ্বরম ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এন দেবদাস।

তিনি বলেছেন, শনিবার তামিলনাড়ুর রামেশ্বরম থেকে প্রায় ৪৮০টিরও বেশি নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে সমুদ্রে গিয়েছিলেন বহু মৎস্যজীবী। রাতে যখন তাঁরা মাছ ধরছিলেন, তখন শ্রীলঙ্কার নৌসেনারা এসে ২১ জন মৎস্যজীবীকে আটক করে এবং তাঁদের দুটি নৌকাও বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাঁদের শ্রীলঙ্কার কাঙ্গেসান্তুরাই নৌঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলেও রামেশ্বরম ফিশারম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এন দেবদাস জানিয়েছেন।

শাহজাহানের নামাঙ্কিত সন্দেশখালি মার্কেটের 'দখল' নিল বিজেপি

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৭ মার্চ, (হি.স.): তৃণমূলের সাসপেন্ড নেতা শাহজাহান শেখের নামাঙ্কিত সন্দেশখালির মার্কেটের 'দখল' নিল বিজেপি। তৃণমূলের পতাকা খুলে সেখানে উড়ল বিজেপির পতাকা। এ নিয়ে তৃণমূলের প্রতিক্রিয়া, ''পতাকা লাগালেই ভোট পাওয়া যায় না।'' শনিবার সন্দেশখালিবাসীর অভিযোগ জানতে যখন শিবির করেছেন বিজেপি নেত্রী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়ালরা, তখন শাহজাহানের নামাঙ্কিত মার্কেটে উড়ল বিজেপির পতাকা। সরবেড়িয়ায় অবস্থিত শাহজাহানের নামাঙ্কিত ওই মার্কেটের ছাদ থেকে বাজারের ভিতরে পদ্ম আঁকা পতাকা টাঙানো হয়। যে বিশাল মার্কেট আছে সেই মার্কেটের ভিতরে এবং বাইরে টাঙানো হয় বিজেপির পতাকা।

স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, সন্দেশখালি-সহ সরবেড়িয়া এলাকায় তাঁদের সংগঠন ছিল। কিন্তু শাহজাহান এবং তাঁর বাহিনীর ভয়ে বিজেপির পতাকা লাগানো যেত না কোথাও। বিজেপি মিটিং-মিছিল করতে পারত না। এখন শাহজাহান সিবিআইয়ের হেফাজতে। তাই বিজেপির কর্মী এবং সমর্থকেরা সাহস পেয়েছেন।

সন্দেশখালির বিজেপি নেতা বিকাশ সিংহ বলেন, ''সন্দেশখালি-সহ সরবেড়িয়া এলাকায় আমাদের সংগঠন ছিল। কিন্তু শাহজাহান ও তাঁর বাহিনীর ভয়ে বিজেপির পতাকা লাগাতে যেত না। বিজেপি মিটিং-মিছিল করতে পারত না। এখন শাহজাহান ও তাঁর বেশ কয়েক জন অনুগামীর কেউ কেউ সিবিআই হেফাজতে তো কেউ জেলে রয়েছেন। তাই বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা এখন পতাকা লাগানোর সাহস পেয়েছেন। তাই পতাকা লাগাচ্ছেন।''

অন্য দিকে, এ নিয়ে সন্দেশখালির তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতোর মন্তব্য, ''পতাকা লাগাতেই পারে। ফ্ল্যাগ লাগিয়ে ভোট হয় না। তবে কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপরে ফ্ল্যাগ লাগিয়ে আনন্দ-উল্লাস করাটাও ঠিক নয়।''

২০১১ সালে রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদল হয়। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার ওই বছরেই তৈরি হয় সন্দেশখালির এই মার্কেট। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এই মার্কেটের জমিও জোর করে দখল করা হয়েছিল। প্রায় ১ একর ১৫ শতক জায়গায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মার্কেট তৈরি হয়েছিল। নাম দেওয়া হয় 'শেখ শাহাজাহান মার্কেট'। গত ৫ জানুয়ারি ইডি এই মার্কেটেও হানা দিয়েছিল। মার্কেটের একটি দোকানে শাহজাহানের অফিস রয়েছে।

ভগবানগোলা এবং বরাহনগরের বিধানসভা কেন্দ্রেও উপনির্বাচন

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ, (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভগবানগোলা এবং বরাহনগরের বিধানসভা কেন্দ্রেও ভোট হবে। ভগবানগোলায় উপনির্বাচন হবে ৭ মে। আর ১ জুন উপনির্বাচন হবে বরাহনগরে ।দেশের আরও ২৫টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনও হবে। শনিবার তা-ও জানিয়ে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন ।গত ১৫ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ, অধুনা বিধায়ক ইদ্রিস আলি। দীর্ঘ দিন ধরেই ক্যানসার এবং বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন তিনি। ভর্তি ছিলেন একটি বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তাঁর মৃত্যুতে ভগবানগোলা কেন্দ্রটিতে উপনির্বাচন হচ্ছে ।অন্যদিকে, গত ৪ মার্চ বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন তাপস রায়। তিনদিন পরে, বৃহস্পতিবার তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিতে যোগ দেন তাপস রায়। তাঁর ইস্তফার কারণেই বরাহনগরে উপনির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে।

নাইটদের জন্য সুখবর, শিবিরে যোগ দিলেন নারিন ও আন্দ্রে রাসেল

কলকাতা, ১৭ মার্চ (হি.স.) : নাইট ভক্তরা শনিবার সকালে সুখবর পান। শনিবার সকালেই দলের সঙ্গে যোগ দিলেন গত কয়েক বছর নাইটদের সঙ্গী অন্যতম দুই ক্যারিবীয় ক্রিকেটার সুনীল নারিন ও আন্দ্রে রাসেল। ২৩ মার্চ ঘরের মাঠ ইডেন গার্ডেন্সে নাইটদের উদ্বোধনী ম্যাচ। মুখোমুখি হতে হবে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের সঙ্গে।প্রথম ম্যাচ শুরুর কয়েকদিন আগে এই দুই ক্রিকেটারকে পেয়ে নাইটদের শক্তি ও মনোবল বাড়ল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এদিন সকালে শহরে এই দুই ক্রিকেটার আসার পর কেকেআরের তরফে সামাজিক মাধ্যমে দুই তারকার শহরে আসার ছবি পোস্ট করা হয়। দুজনকেই উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

কেজরিওয়ালকে আবার সমন ইডির, ২১ মার্চ হাজিরার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৭ মার্চ (হি. স.): বারবার ৯ বার। এই নিয়ে টানা ৯ বার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে সমন পাঠালো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। রবিবার তাঁকে সমন পাঠিয়ে ২১ মার্চ হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, আবগারি দুর্নীতি মামলায় একাধিকবার ইডির তলব এড়ান কেজরি। তাই কেজরিকে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। শনিবার সশরীরে হাজিরা দেন তিনি। যদিও আদালতে হাজিরা দিয়েই আগাম জামিন পেয়েছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল।

প্রসঙ্গত, রাউস অ্যাভিনিউ আদালতে কেজরিওয়ালের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছিল ইডি। অভিযোগ করা হয়েছিল, দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আট বার সমন পাঠালেও তা এড়িয়ে গিয়েছেন কেজরিওয়াল। অথচ তিনি সরকারি অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন, দলের ভোটপ্রচারে থাকছেন। অথচ ইডির দপ্তরে হাজিরা দিচ্ছেন না। ইডির বক্তব্য শোনার পর বৃহস্পতিবার আদালত জানায় কেজরিকে শনিবার হাজিরা দিতে হবে। তা মেনেই শনিবার হাজির হন তিনি। আর হাজিরা দিয়েই আগাম জামিন পেয়েছেন তিনি। যদিও একই মামলায় এর আগে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল ইডি। সেবার ১৭ ফেব্রুয়ারি আদালতে ভার্চুয়াল শুনানিতে হাজির হন কেজরি। জানান, সে দিনই দিল্লি বিধানসভায় তাঁর সরকারের আস্থাভোট থাকায় সশরীরে হাজির হতে পারছেন না। বিচারক তাঁর সেই আবেদন মেনে নিয়েছিলেন।

আরএসএস-এর সরকার্যবাহ পদে পুনঃনির্বাচিত দত্তাত্রেয় হোসাবালে, দায়িত্বে থাকবেন ২০২৭ পর্যন্ত

নাগপুর, ১৭ মার্চ (হি.স.): পুনরায় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-র সরকার্যবাহ পদে নির্বাচিত হলেন দত্তাত্রেয় হোসাবালে। রবিবার অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠকের অন্তিম দিনে আরএসএস-এর সরকার্যবাহ পদে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন দত্তাত্রেয় হোসাবালে, দায়িত্বে থাকবেন ২০২৭ পর্যন্ত।

গত ১৫ মার্চ থেকে মহারাষ্ট্রের নাগপুরে শুরু হয়েছে আরএসএস-এর অখিল ভারতীয় প্রতিনিধি সভার বৈঠক। রবিবার বৈঠকের অন্তিম দিনে আরএসএস-এর সরকার্যবাহ পদে পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন দত্তাত্রেয় হোসাবালে। ২০২১ সাল থেকে সরকার্যবাহ পদের দায়িত্ব পালন করছেন দত্তাত্রেয় হোসাবালে। আরও ৩ বছরের জন্য অর্থাৎ ২০২৭ সাল পর্যন্ত আরএসএস-এর সরকার্যবাহ পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন দত্তাত্রেয় হোসাবালে।

দিলীপের গড়ে অভিষেকের 'জনগর্জন'

পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৭ মার্চ (হি.স.): বাংলার ৪২টি লোকসভা আসনের প্রচার মেদিনীপুর থেকে শুরু করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, ''দিলীপ ঘোষ কি পরিষেবা দিয়েছে আপনারা দেখেছেন। সকালবেলা খালি মর্নিং ওয়াক ওঁর কাজ। খালি মর্নিং ওয়াক করছেন। চা খান। চায়ে আপত্তি নেই। শরীরচর্চা আর মর্নিংওয়াক যিনি করছেন তাঁকে সাংসদ করবেন নাকি যে মেয়ে রাস্তায় লড়বেন, তাঁকে সংসদে পাঠাবেন? শপথ নিন, মর্নিং ওয়াক করা দাদা পার্কে থাক, বাংলার মেয়ে দিল্লি যাক।''অভিষেক বলেন, ''দিলীপ ঘোষ বার বার নারীশক্তিকে আক্রমণ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে অসম্মানজনক কথা বলেছেন। তিনি কুড়মি সম্প্রদায়কে অসম্মান করেছেন।''ভিডিয়োয় মেদিনীপুরের বিদায়ী সাংসদকে আক্রমণ করেন তৃণমূলের অভিষেক।

অভিষেক বলেন, ''দিলীপ ঘোষ যে জিতেছিলেন, তার পর পাঁচ বছরে সাত বিধানসভা কেন্দ্রে যদি একটা উন্নয়নমূলক বৈঠক হয়েছে বলে দেখাতে পারেন, তা হলে আমি আর ভোট চাইতে আসব না। এত বড় কথা বলে দিয়ে যাচ্ছি। অন্য দিকে দেখুন মুখ্যমন্ত্রীকে। কথা দিয়ে কথা রেখেছেন।''তিনি বলেন, ''বলেছিলাম, নারায়ণগড় দিয়ে প্রচার শুরু করব। শুরু করলাম। আমি আগে থেকে জানতাম না যে, আজই নির্বাচন ঘোষণা হবে। কী করে জানব, যে দিন নির্ঘণ্ট প্রকাশ হবে, সে দিনই আন্দোলনের পীঠস্থান মেদিনীপুরে থাকব! এটা সৌভাগ্যের।''সভা থেকে তিনি বলেন, ''মায়েরা যাঁরা বাড়ির কাজকর্ম ছেড়ে আমাদের সভায় এসেছেন, তাঁদের প্রণাম। মাতৃশক্তি না-জাগলে এ পৃথিবী জাগে না। নবজোয়ারের সময় আমি যখন অবিভিক্ত মেদিনীপুরে এসেছিলাম, প্রত্যেক বিধানসভায় পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করেছি।''শনিবার বেলদা স্টেডিয়ামে সভা করেন অভিষেক। মেদিনীপুরের তৃণমূল প্রার্থী জুন মালিয়ার হয়েই পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রথম প্রচার শুরু করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

২০১৯ সালে মেদিনীপুর সদর থেকে লোকসভা ভোটে জিতে সাংসদ হন দিলীপ ঘোষ। এ বার ওই কেন্দ্র থেকে এখনও প্রার্থী ঘোষণা করেনি বিজেপি। তবে এ বারও যিনি তিনিই প্রার্থী হবেন, তা নিশ্চিত করেছেন বিদায়ী সাংসদ দিলীপবাবু নিজেই। তিনি তৃণমূলের তারকা প্রার্থী তথা বর্তমান বিধায়ক জুন মালিয়াকে ২ লক্ষ ভোটে হারানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। জুনও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে বলেছেন, ''যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই হবে। খেলা হবে। হাসি হবে। কান্না হবে। মাইন্ড করবেন না দিলীপদা।''জুন মালিয়ার সমর্থনে সভা থেকে অভিষেক যে কেন্দ্রের বাংলার প্রতি বঞ্চনার কথাই তুলে ধরবেন তা আগেই স্পষ্ট করে দেন মন্ত্রী শশী পাঁজা। তিনি বলেন, ''অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিলেন কেন্দ্র ১০০ দিনের কাজ ও আবাস প্রকল্পে টাকা দেয়নি। এ নিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি করেছিলেন। বিজেপি যুব নেতৃত্বকে পাঠানোর দাবি করলেও এখন কেউ আসেনি। সুতরাং চ্যালেঞ্জ বেলদার সভাতেও থাকবে।''

মন্ত্রী পার্থর বিরুদ্ধে ফের দুর্নীতির অভিযোগ অর্জুনের

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৭ মার্চ (হি.স.) : তৃণমূলের ব্যারাকপুরের প্রার্থী তথা রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের বিরুদ্ধে ফের দুর্নীতির অভিযোগে সরব হয়েছেন অর্জুন সিং। শুধু তাই নয়, সরাসরি পার্থর নাম উল্লেখ করে অর্জুনবাবু বলেন, 'অপেক্ষা করুন। দুয়ারে ইডি! সন্দেশখালি টু নৈহাটি ট্রেন চালু হচ্ছে। সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বেআইনি কারবারের সঙ্গে পার্থ ভৌমিক যে জড়িত তাঁর প্রমাণ আমার হাতে রয়েছে।' অর্জুনবাবুর আরও দাবি, 'আমি প্রমাণ ছাড়া কথা বলি না। শাহজাহান-শিবু হাজরার সঙ্গে পার্থ ভৌমিকও নৈহাটিতে প্রচুর জমি কিনেছেন। হোটেলের ব্যবসা থেকে মাছের ব্যবসা, কত কী করেছেন, শাহজাহানের সঙ্গে পার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সব নথি আমার কাছে আছে। সময় এলেই দেখতে পাবেন।'জবাবে পাল্টা প্রতিক্রিয়া ধেয়ে এসেছে পার্থ ভৌমিকের কাছ থেকেও। পার্থ বলেন, 'ওনার কাছে যদি প্রমাণ থাকে তাহলে টিভিতে মুখ না দেখিয়ে যেখানে জমা করার করতে বলুন না!' একই সঙ্গে অর্জুনবাবুকে ''বন্ধু'' সম্বোধন করে পার্থ বলেন, 'এসব মিথ্যে বলে টিভির পর্দায় মুখ দেখানো যায়, মানুষের মন জয় করা যায় না। মনোনয়ন জমা করব, তখন সব দেখে নেবেন।'

বহিরাজ্যে পাড়ি দেওয়ার পথে

● **প্রথম পাতার পর**

জি.আর.পি পুলিশের সন্দেহ হয়। তখনই তিনজনকে আটক করে পুলিশ জিজ্ঞেসাবাদ করার পর প্রাথমিকভাবে জানতে পারে দীর্ঘ আট বছর আগে তারা বাংলাদেশ থেকে বেআইনিভাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রবেশ করে হায়দ্রাবাদ গিয়েছিল।

তারপর আজ তারা বাড়ি ফিরতে ট্রেনে করে রওয়ানার চেষ্টা করেছিল। তাদের নাম আব্দুল রসিক, মহম্মদ ইউসুফ এবং মহম্মদ হামিদ হোসেন।

রেলে কাঁটা পড়ে মৃত্যু মহিলার

● **প্রথম পাতার পর**

বাইখোড়া ও জোলাইবাড়ী ফাঁড়ী থানার পুলিশ। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বয়স্ক মহিলার কাঁটা মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য জোলাইবাড়ী সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়েযায়।

পুলিশ ঘটনার বিবরনে জানিয়েছেন প্রাথমিকভাবে ধারনা করা হচ্ছে মহিলা মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। পারিবারিক কলহের জেরেই বৃদ্ধা মহিলা আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে বলে প্রাথমিক ধারনা। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা

● **প্রথম পাতার পর**

মেয়ের সাথে এই ঘটনা ঘটেছে। শনিবার মেয়েকে নিয়ে আসে তার পিতা-মাতা খোয়াই আম্পুরা এলাকায়।

রবিবার দুপুরে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক গৃহবধূকে জিবি হাসপাতালে রেফার করেন। শরীরে আগুন লাগার পর সাত দিন ঘরে থাকার ফলে তার শরীরে পচন ধরে গেছে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে অসহায় পিতা। অভিযুক্ত স্বামীর কঠিন শাস্তির দাবি করেছেন তিনি।

প্রার্থী কীর্তি সিং দেববর্মনের

● **প্রথম পাতার পর**

বিজেপি দলের বিভিন্ন স্তরের নেতা-নেত্রীবৃন্দ। রেলিটি ধর্মনগরের বিবেকানন্দ সার্ধ শতবার্ষিকী ভবনের সামনে থেকে শুরু করে সারা শহর পরিক্রমা করে আবার পুনরায় একই জায়গায় মিলিত হয়।

রেলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন বলেন আগামী ১২তম লোকসভা নির্বাচনে মোদি সরকার ৪০০ এর বেশি আসন নিয়ে ভারতে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরা থেকে দুটি আসন নরেন্দ্র মোদিকে উপহারস্বরূপ দেওয়া হবে।

তিনি আরো বলেন, জয় নিশ্চিত তবুও গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে হবে এবং জয়ের ব্যবধান যে বিশাল হবে তা বলার অপেক্ষায় রাখেনা। বিরোধীরা নিস্তেজ অবস্থায় থাকলেও বিরোধীদের সমান গুরুত্ব দিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করে দুটি লোকসভা আসনে বিজেপি দল তাদের জয়ঢ়ঙ্কা ওড়াবে। উল্লেখ্য পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত আসনে আগামী ২৬ শে মার্চ ভোট হবে।

াঙ্গন

ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় আগরতলা প্রেসক্লাবের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের আর্থিক সহযোগিতায় আগরতলা প্রেস ক্লাবের চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ, রবিবার পুরোনো জেল সংলগ্ন ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মাঠে এই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেলা ১১টায় এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে সম্পাদক রমাকান্ত দে, স্পোর্টস সাব-কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শেষে ধন্যবাদ সূচক ভাষণ রাখেন কনভেনার অভিষেক দে। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শিশুদের জন্য ও ১২ বছরের উর্ধের ছেলে মেয়েদের স্প্রিন্ট, শাটল রান, স্পুন রেস কিক দ্য বল ইত্যাদি ইভেন্টে প্রতিযোগিতা হয়েছে। বড়দের মধ্যে কিক দ্য বল, মিউজিকেল বল, টিপপড়ানি, পাতিল ভাঙ্গা, মিউজিকেল বল সহ কুড়িটি ইভেন্টে খেলা হয়েছে। প্রতিটি খেলায় আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। প্রতিযোগিতা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং, প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি সৈয়দ সাজ্জাদ আলী, সম্পাদক রমাকান্ত দে, যুগ্ম সম্পাদক অভিষেক দে, কমল চৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ রঞ্জন রায়, স্পোর্টস কমিটির চেয়ারম্যান অলক ঘোষ, টেকনিক্যাল ডিরেক্টর সুপ্রভাত দেবনাথ প্রমূখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান সাফল্যমন্ডিত করে তোলার পেছনে রাজ্যের যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের বেশ ক-জন ফিজিক্যাল ইন্সট্রাকটর এবং প্রেসক্লাবের একাধিক কর্মীবৃন্দের অবদান এবং ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে তাঁদের প্রত্যেককে স্মারক উপহারে সম্মানিত করা হয়েছে। সবশেষে ক্লাব সম্পাদক রমাকান্ত দে এবং কনভেনার অভিষেক দে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সুপার ডিভিশনে সম্রাটের ৭০ রান জয় অব্যাহত রেখে শীর্ষে সংহতি

স্ফুলিঙ্গ-১৫৬ সংহতি-১৫৭/৩

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পঞ্চম ম্যাচের মাথায় চতুর্থ জয়। প্রথম ম্যাচটাকে বাদ দিলে, চার ম্যাচে টানা জয়। মোটকথা জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো সংহতি ক্লাব। ৫ ম্যাচ খেলে ৪ টিতে জয় পেয়ে টেবিলের শীর্ষে রয়েছেন সঞ্জীব সাহা-র দল সংহতি ক্লাব। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত বিপুল মজুমদার স্মৃতি সুপার ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে। পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে রবিবার স্ফুলিঙ্গের গড়া ১৫৬ রানের জবাবে সংহতি ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। বিজয়ী দলের সম্রাট সূত্রধর ৭০ রান করেন। এদিন সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নমে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব ১৫৬ রান করে। দলের হয়ে ৮ নম্বরে ব্যাট করতে নেম অধিনায়ক অজয় সরকার যদি কড়া প্রতিরোধ গড়ে না তুলতেন তাহলে দলীয় স্কোর সম্ভবত ১০০ রানের গন্ডি পার হতো না।

অজয় ৮৩ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৩ রান করেন। এছাড়া দলের পক্ষে দুর্লব রায় ৫৫ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২১, অপূর্ব বিশ্বাস ৪৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮, শচীন শর্মা ৩৭ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ রান করেন। সংহতির পক্ষে অমিত আলি ৪৬ রানে ৩ টি, বিক্রম দেবনাথ ২৪ রানে এবং শারুখ হোসেন ৩৮ রানে ২ টি করে উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে ২২.৪ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় সংহতি ক্লাব। দলের পক্ষে ওপেনাঐর সম্রাট সূত্রধর ৭৪ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৭০ রানে এবং সপ্তজিৎ দাস ৯ রানে অপরাজিত থেকে যান। এছাড়া শ্রীদাম পাল ৩৬ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৭ রান করেন।

হিতেশের হাত ধরে জয়ী লংতরাইভ্যালি ছোটদের ক্রিকেটে জয় পেলো ধর্মনগর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ।। উদ্বোধনী দিনেই নজর কাড়লো হিতেশ দাস। ডান হাতি ওই বোলারটির তান্ডবে দিশেহারা হয়ে পড়লো গন্ডাছড়া মহকুমা। অনেকটা হেলায় জয় পেলো লংতরাইভ্যালি মহকুমা। রাজ্য অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে। হাফলং মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে লংতরাইভ্যালি মহকুমা টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ১০১ রান করে। দলের পক্ষে রাজবীর মারাক ৪৯ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪ এবং দীপাঞ্জন দাস ৩০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রান করে। দল অতিরিক্ত খাতে পায় ২৩ রান। গন্ডাছড়া মহকুমার পক্ষে জয়দীপ রায় ১৭ রানে এবং পিপাস দাস ২১ রানে ৩ টি করে উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমেহিতেশ দাসের বিধ্বংসী বোলিংয়ে মাত্র ১৬ রানে গুটিয়ে যায় গন্ডাছড়া মহকুমা। হিতেশ ৯ রান দিয়ে ৬ টি এবং দীপাঞ্জন দাস ৫ রান দিয়ে ৩ টি উইকেট দখল করে। কলেজ স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত অপর ম্যাচে স্বাগতিক ধর্মনগর ৬১ রানে পরাজিত করে কৈলাসহর মহকুমাকে।

টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ধর্মনগর মহকুমা ১৫৩ রান করে। দলের পক্ষে দিব্যরূপ দেবনাথ ৩৯,অংশুমান সরকার ৩৭ এবং হৃত দাস ৩১ রান করে। জবাবে খেলতে নেমে কৈলাসহর মহকুমা ৯২ রান করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে ঋদ্ধিমান সরকার ৩৫ রান করে। ঝর্মনগরের পক্ষে নিরিথ ধর ২৩ রানে ৪ টি এবং বিহান দাস ২৭ রানে ৩ টি উইকেট দখল করে।

অনূর্ধ-১৩ রাজ্য ক্রিকেটে জয় দিয়ে শুরু সদর এ, বি ও মোহনপুরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে আসর শুরু করলো সদর 'এ' এবং 'বি' দল। রাজ্য অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে। বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া স্কুল মাঠে সদর 'এ' পরাজিত করলো সোনামুড়া মহকুমাকে। রবিবার সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সোনামুড়া মবহকুমা ৮৭ রান করে। দলের পক্ষে অর্জু দেববর্মা ১৮ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২০, ইজাজ আহমেদ ৩৪ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৫ এবং কুলদীপ সরকার ১৫ রান করে ৩২ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে। সদর 'এ'-র পক্ষে রাজদীপ দেব ২৭ রানে ৪ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে সদর 'এ' ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয়। দলের পক্ষে যশ দেববর্মা ৩১ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪০ (অপ:) এবং তানিষ্ক চক্রবর্তী ৪৬ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪ রান করে। দশমীঘাট মাঠে অপর ম্যাচে সদর 'বি' ১ উইকেটে পরাজিত করে খোয়াই মহকুমাকে। উদীয়মান তারকা অনশ ভাটনাগরের ভেলকিতে খোয়াই দল মাত্র ১১৪ রান করে। দলের পক্ষে দেবাঙ্কন ভট্টাচার্য ২৭ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ এবং শুভজিৎ কুরি ৭০ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৪ রান করে। সদর 'বি'-র পক্ষে অনশ ভাটনাগর ৩০ রানে ৫ টি উইকেট দখল করে। জবাবে খেলতে নেমে৯ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্য পৌঁছে যায় সদর 'বি'। দলের পক্ষে অয়ন দেবনাথ ৫৫ বল খেলে ৮ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৯ এবং ভেদাব্রত ভট্টাচার্য ৩৭ বল খেলে ৭ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ রান করে। খোয়াই এর জয়দীপ রুদ্রপাল ৫ উইকেট নেয় ২৮ রান দিয়ে। নিপকো মাঠে অপর ম্যাচে মোহনপুর ৮ উইকেটে পরাজিত করে আমবাসাকে। আমবাসার গড়া ৬৬ রানের জবাবে মোহনপুর ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। বিজয়ী দলের কানাইলাল সিং এবং গৌতম দাস ৩ টি করে উইকেট দখল করেন।

ভগিনী নিবেদিতা সমিতিকে হারিয়ে জয়ের হ্যাট্রিক এ ডি নগর প্লে সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগোচ্ছে এডি নগর প্লে সেন্টার। টানা তিন ম্যাচে জয় অর্থাৎ মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট আসরে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতি কে আট উইকেটে হারিয়ে এডি নগর প্লে সেন্টার জয়ের হ্যাটট্রিক করে নিয়েছে।

এমবিবি স্টেডিয়ামে দিনের দ্বিতীয় খেলায় টস জিতে ভগিনী নিবেদিতা মহিলা সমিতি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে নির্ধারিত ২০ ওভারে ছয় উইকেটে ১১২ রান সংগ্রহ করে। জবাবে এ.ডি নগর প্লে সেন্টার ১৬.২ ওভার খেলেই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়।

বিজিত দলের সুপ্রিয়া দাস সর্বাধিক ৫২ রান সংগ্রহ করলেও এ ডি নগর প্লে সেন্টারের অন্নপূর্ণা দাস সর্বাধিক ৪১ রান এবং এক উইকেট সংগ্রহ করে দলকে জয় এনে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়।

বিলোনিয়া ক্লাব ক্রিকেটে জয় পেলো প্রগ্রেসিভ ক্লাব

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশন পরিচালিত মহকুমার সিনিয়র ক্লাব লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের পূর্বনির্ধারিত প্রগ্রেসিভ ক্লাব বনাম ইয়থ ফোরামের ম্যাচে জয় পেল প্রগ্রেসিভ। বিদ্যাপীঠ স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত দুই দলের ম্যাচের লড়াই শুরু হবার আগে ইয়থ ফোরাম টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইনিংসে দল নির্ধারিত ওভারের আগেই সব কয়টি উইকেট হারিয়ে প্রতিপক্ষের বোলারদের দেওয়া অতিরিক্ত ৪৬ রানের সাহায্যে ১৫৮ রান তুলতে সক্ষম হয়। প্রথম সারির ব্যাটসম্যানরা ব্যাট হাতে নিয়ে চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিলেও শেষ দিকে ভুবনেশ্বর সাহানি (৩৯) ও বুলটন বণিকের (১৭) খানিকটা লড়াইয়ের সাহায্যেই ইনিংসে এই রান তুলে ফোরাম। জয়ী দলের বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ তিনটি উইকেট নেয় সুনম সাহা। এছাড়াও দুটি করে উইকেট পেল তাপস দত্ত ও সৌরভ শীল শর্মা। জবাবে জয়ের জন্য ১৫৯ রানের টার্গেট নিয়ে প্রোগ্রেসিভ ক্লাব ব্যাট করতে নেমে ৮ জন ব্যাটসম্যান কে হারিয়ে ১৬১ রান তুলে ম্যাচ থেকে জয় ছিনিয়ে নেয়। ইনিংসে জয়ী দলের পক্ষে ব্যাট হাতে নিয়ে রান পেল শুভ্রনীল চক্রবর্তী(১৬), শুভজিৎ বৈদ্য (২৪), অনুরুদ্ধ রায় (২৯), সুনম সাহা (১৭) আকাশ দাস(২৩) ও সুশান্ত দাস(১৩)। পরাজিত দলের বোলারদের মধ্যে জয়ন্ত পাঠারি ২৬ রান দিয়ে একাই পাঁচ জন ব্যাটসম্যানকে সাজঘরে পাঠালেও প্রগ্রেসিভের জয় আটকাতে পারেনি।

মহিলা টি-২০ ক্রিকেটে মৌচাককে হারিয়ে প্রথম জয় চাম্পামুড়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার। টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে চতুর্থ ম্যাচের মাথায় চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার ছয় উইকেটের ব্যবধানে মৌচাক কোচিং সেন্টার কে পরাজিত করেছে। বামুটিয়ার তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে দিনের দ্বিতীয় খেলায় মৌচাক কোচিং সেন্টার টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে সীমিত কুড়ি ওভারে ৬ উইকেটে ৫৭ রান সংগ্রহ করলে, জবাবে ব্যাট করতে নেমে চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার ১৪.২ ওভার খেলে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের মেঘা দাস সর্বাধিক কুড়ি রান সংগ্রহ করলেও সতীর্থ গিয়া মন্ডল (২/৪) দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব পায়।

নিউ প্লে সেন্টারকে হারিয়ে টানা ২য় জয় এগিয়ে চলো-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা দ্বিতীয় জয় এগিয়ে চলো সংঘের। প্রথম ম্যাচে এডি নগর প্লে সেন্টারের কাছে ৬ উইকেটে হেরে কিছুটা পিছিয়ে পড়লেও এগিয়ে চলো সংঘ পরবর্তী দুই ম্যাচে টানা জয়ের সুবাদে কিছুটা এগিয়ে আসার প্রয়াস নিচ্ছে। মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে বেলা ১১ঃ০০ টায় টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে টস জিতে নিউ প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিলেও ব্যাটিং ব্যর্থতার কারণে কুড়ি ওভারে আট উইকেটে ৩৪ রান পায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে এগিয়ে চলো সংঘ ২৫ বল খেলে ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

সিনিয়র মহিলা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে জুটমিল কোচিং সেন্টার সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত জুটমিল কোচিং সেন্টারে। টানা চার ম্যাচে জয় ছিনিয়ে জুটমিল কোচিং সেন্টার গ্রুপ-এ থেকে সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। দ্বিতীয় কোনদল সেমিফাইনালে পৌছুবে তা নির্ভর করছে তরুণ সংঘ ও ব্লাডমাউথ এর পরবর্তী ম্যাচগুলোর রেজাল্ট এর উপর। তালতলা স্কুল মাঠে শনিবার সকালের ম্যাচে জুট মিল কোচিং সেন্টার ত্রিশ রানের ব্যবধানে তরুণ সংঘ কে পরাজিত করেছে। শুরুতে টস জিতে জুটমিল কোচিং সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে সীমিত কুড়ি ওভারে নয় উইকেটে ১৩১ সংগ্রহ করলে জবাবে তরুণ সংঘের ইনিংস গুটিয়ে যায় আট উইকেটে ১০১ রানে। বিজয়ী দলের ইন্দ্র রানী জামাতিয়া সর্বাধিক ৪৪ রান পেলেও নিকিতা সরকার দুর্দান্ত বোলিংয়ে স্বীকৃতি হিসেবে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পায়।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে ১ম জয় ক্রিকেট অনুরাগীর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে ক্রিকেট অনুরাগী। টিসিএ আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে তৃতীয় ম্যাচের মাথায় ক্রিকেট অনুরাগী নয় উইকেটের বড় ব্যবধানে বিদ্যাসাগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কোচিং সেন্টার কে পরাজিত করেছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালের খেলায় বিদ্যাসাগর বিদ্যালয় টিম টস জিতে প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে কুড়ি ওভারে ৬ উইকেটে ৫৮ রান সংগ্রহ করলে, পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ক্রিকেট অনুরাগী ৭.৫ ওভার খেলে ১ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। বিজিত দলের স্নেহা দেবনাথ সর্বাধিক কুড়ি রান সংগ্রহ করলেও বিজয়ী ক্রিকেট অনুরাগীর সায়ন্তিকা ঘোষ (২/৮) দুর্দান্ত বোলিংয়ের সুবাদে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্য ও চেয়ারপার্সন নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ ।। সমাজকল্যাণ দপ্তরের চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্য ও চেয়ারপার্সন নিয়োগ বাছাই-এর চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকাটি মাঝপথে বদলে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। গত ১৫ মার্চ সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ওয়েবসাইটে তালিকাটি প্রকাশ হতেই এর ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্তদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। ত্রিপুরা হাইকোর্টের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি জাস্টিস সত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় এর তত্বাবধানে এই নিয়োগ বাছাই-এর যাবতীয় প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়েছিল। তিনি এই সিলেকশান কমিটির চেয়ারপার্সন। এই কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন রাজ্য সমাজ কল্যান ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা স্মিতা মল, ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন জয়ন্তী দেববর্মন, আগরতলা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপাল, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ মিলন রানী জমাতিয়া, শিল্পী সোসাইটি' নামে একটি এন জি ও-এর সভাপতি চন্দন দেবনাথ ও 'বিবেক জ্যোতি সামাজিক সংঘ' নামে অন্য একটি এনজিও এর প্রতিনিধি শ্রীমতি অপরাজিতা সিনহা। জানাগেছে, চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্য ও চেয়ারপার্সন পদে নিয়োগের প্রামথিক শর্ত হিসাবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রী সহ শিশু সুরক্ষা সংক্রান্ত গভীর অভিজ্ঞতা ও আইনি জ্ঞান থাকতে হবে। এবং যিনি আবেদন করবেন তিনি কোনভাবেই কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত থাকতে পারবেন না।

গত ৪ জানুয়ারি এই অনুযায়ী পশ্চিম জেলা, সিপাহিজলা, খোয়াই, ধলাই, দক্ষিন ও উত্তর জেলার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারপার্সন ও সদস্যদের নিয়োগের জন্য রাজ্য সমাজ কল্যান দপ্তর বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। ছয়টি জেলার ছয়টি চেয়ারম্যান পদে নিয়োগের জন্যে ৩৬ জনকে এনং ছয় জেলার ১৯টি সি ডবলু সি সদস্য পদে লোক বাছাই-এর জন্য ১০৫ জনকে স্ক্রুটিনির পর ইন্টারভিউতে ডাকা হয়।

কিন্তু দেখা গেছে, সিলেকশান কমিটি বেশ কয়েকজন এমনসব লোকদেরও ইন্টারভিউতে ডেকেছেন যারা সরাসরি রাজনীতির সাথে যুক্ত। অভিযোগ উঠেছে একাধিক বার একাধিক চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিতে যোগ্যতার সাথে কাজ করেছেন এমন বহু যোগ্য প্রার্থীকে বাদ দেওয়া হয়েছে। গত ১৫ মার্চ এই নিয়োগ বাছাই-র চুড়ান্ত তালিকাটি সমাজ কল্যান দপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের পর ইন্টারভিউ দিয়েছেন বঞ্চিত এমন একাধিক প্রার্থী অভিযোগ করেছেন যে, রাজ্য সমাজ কল্যান দপ্তর সিলেকশান কমিটির সব সদস্যদের সাক্ষর করা চূড়ান্ত নিয়োগ বাছাই-র তালিকাতে ব্যাপক রদবদল করেছেন।

সিলেকশান কমিটির চূড়ান্ত বাছাই-র তালিকাটি সচিবালয়ে সমাজ কল্যান দপ্তরের মন্ত্রীর অফিসে যাওয়ার পর দ্বিতীয় বার সিলেকশান কমিটির বৈঠক বসিয়ে তালিকাতে রদবদল করিয়েছেন। উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হলেই জাস্টিস (অবসরপ্রাপ্ত) শ্রী সত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায় -এর নেতৃত্বে গঠিত সিলেকশান কমিটি প্রকৃতপক্ষে কাদের চুড়ান্ত বাছাই তালিকায় নাম রেখেছিলেন তা প্রকাশ্যে আসবে। এমনই দাবি জানিয়েছেন চাকরিপ্রার্থীরা।

সম্প্রতি অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার পর রবিবার রাতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব যীষ্ণু দেববর্মার শারীরিক সুস্থতার খবর নিতে তাঁর সরকারি বাসভবনে যান।

ফটিকরয়ে পৃষ্ঠা প্রমুখদের নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফটিকরায়, ১৭ মার্চ ।। ফটিকরায় মন্ডলের সকল পৃষ্ঠা প্রমুখদের নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে আজ নজরুল কলাক্ষেত্রে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকে শাসক দল বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজ শুরু করেছে। পূর্ব ত্রিপুরা আসনের নির্বাচনের দিনক্ষণ ঠিক হয়েছে ২৬ শে এপ্রিল।

বিজেপি দলের পৃষ্ঠা প্রমুখদের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাই রবিবার ফটিকরায় নজরুল কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয় ফটিকরায় মন্ডলের সকল পৃষ্ঠা প্রমুখদের নিয়ে সম্মেলন।

এদিনের সম্মেলনে হাজারো পৃষ্ঠা প্রমুখের উপস্থিতির ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মন্ডল , জেলা , রাজ্য নেতৃত্বরা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি প্রদেশ সহ-সভাপতি তথা পৃষ্ঠা প্রমুখ ইনচার্জ সুবল ভৌমিক , এবং প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা ফটিকরায় কেন্দ্রের বিধায়ক সুধাংশু দাস । প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করেছেন উপস্থিত অতিথিরা। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই সম্মেলনের পৃষ্ঠা প্রমুখদের আরো গুরুত্ব সহকারে দলীয় কাজে মনোনিবেশ করতে বলেন বিধায়ক।

এছাড়াও তিনি বলেন এবারের লোকসভা নির্বাচনে ৯০u বিজেপির দখলে করতে হবে। তার জন্য প্রত্যেক পৃষ্ঠা প্রমুখ দিনে ছয় থেকে সাত ঘন্টা কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

বিএসএফের গুলিতে নিহত বাংলাদেশী যুবক, আহত বিএসএফ জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ ।। বিএসএফের গুলিতে নিহত হয়েছে এক বাংলাদেশী যুবক। এদিকে পাচারকারীদের আক্রমনে আহত হয়েছেন বিএসএফ জওয়ানও। ঘটনাটি ঘটেছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া কৈলাসহরের মাগুরুলি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছে। নিহত যুবককে উদ্ধার করে কৈলাসহর উনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে এসেছেন বিএসএফ জওয়ানরা। ওই বাংলাদেশি যুবকের মৃতদেহ বর্তমানে হাসপাতালে রয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে এসেছেন কৈলাসহর থানার পুলিশ সহ বিএসএফ-এর উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

স্পন্দন ও ত্রিবেণী সঙ্গের যৌথ উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সচেতনতামূলক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মার্চ ।। স্পন্দন সামাজিক সংস্থা ও ত্রিবেণী সংঘ ক্লাব এর যৌথ উদ্যোগে আজ রবিবার ১৭ই মার্চ সকাল ১০ টা থেকে একটি স্বাস্থ্য শিবির ও সচেতনতা মূলক সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত স্বাস্থ্য শিবিরে আগরতলা জিবি হসপিটাল থেকে নামকরা চারজন ডাক্তার, প্রায় তিন শতাধিক রোগীকে বিনামুল্যে চিকিৎসা করেন এবং বিনামূল্যে সব ধরনের ঔষধ বিতরণ করেন। স্বাস্থ্য শিবিরটি সম্পূর্ণভাবে পরিচালনা করেন স্পন্দন সামাজিক সংস্থার সদস্য ডঃ সমরজিৎ ভট্টাচার্জী।

সকাল ১০ টা থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সংস্কৃতি অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার (আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন), মাননীয়া বিধায়িকা শ্রীমতি মিনা রানী সরকার মহোদয়া ও কাউন্সিলর অলক রায় স্পন্দন সামাজিক সংস্থার সেক্রেটারি ড় হৈমন্তী ভট্টাচার্যী ও ত্রিবেণী সংঘ ক্লাবের সেক্রেটারি ও প্রেসিডেন্টে। মেয়র দীপক মজুমদার উনার বক্তব্যে স্পন্দনের এ ধরনের সামাজিক কাজের ভুয়সী প্রশংসা করেন। এলাকার জনদরদি বিধায়িকা শ্রীমতি মিনারানী সরকার ওনার বক্তব্যে স্পন্দনের যে কোনো সামাজিক কাজে সর্বদাই অনুপ্রেরণ দেবেন এই আশ্বাস রাখেন। উদ্বোধনী ভাষণে ড় হৈমন্তী ভট্টাচার্য বলেন 'যে স্থানে নারীদের পূজা করা হয় সেটিই দেবালয়'। নারী দিবস উদযাপনের বিশেষ উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক নারীকে সম্মান করা এবং তাঁদের কৃতিত্বের প্রশংসা করা। এই দিনটি মহিলাদের জন্য উতর্গীকৃত। প্রতিটি নারীকে তাঁর অধিকার দাবি করার জন্য অনুপ্রাণিত করার দিন। আজ নারীরা প্রতিটি ক্ষেত্রে সক্ষম, কিন্তু আজও কিছু নারী আছেন, যাঁরা তাঁদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাই আজ সবাই অঙ্গীকার করি যে আমরা নারীদের সম্মান করব এবং তাঁদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করব। সবশেষে ড: ভট্টাচার্য বললেন

বাল্যবিবাহ ও ড্রাগসের প্রতিরোধে স্পন্দন লাগাতার কাজ করে যাবে জনকল্যাণ সমিতি ও ত্রিবেণী সংঘ কেও সাথে চাই। শহরের গণ্যমান্য সম্মানিতা ১৫ জন নারীকে আজ স্পন্দন সামাজিক সংস্থার তরফ থেকে সম্মানিত করা হয়, সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। বাল্যবিবাহের প্রতিরোধে স্পন্দন এর সদস্য/সদস্যাদের সচেতনতা মূলক নাটক গোলাপ কুঁড়ি সবার প্রশংসা অর্জন করেছে। স্পন্দনের তরফ থেকে পাপড়ি ভট্টাচার্য,ডঃ নূপুর ভট্টাচার্যী, সীমা দাশগুপ্ত, শর্মিষ্ঠা দাস, সবিতা চন্দ, সুষমা মল্লিক , প্রতিভা দাস ডা: অভিজিৎ আচার্জী, দেবব্রত রায়, বিশ্বনাথ দে ,দিবাকর চক্রবর্তী বাবুল চন্দ্র দাস মেঘশ্রী দেবনাথ আবির সিনহা রায়, সিদ্ধার্থ দত্ত ও জ্যোতির্ময় দেবনাথ , উপস্থিত ছিলেন।

লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে যুব চৌপাল কার্যক্রম অনুষ্ঠিত ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ মার্চ ।। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। এবার লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরা রাজ্যের দুটি আসনে দুই দফায় ভোট গ্রহণ করা হবে। নির্বাচন ঘোষণার আগে থেকে বিজেপি দল রাজ্যের দুটি লোকসভা আসনের নির্বাচনের জন্য মাঠ ঘাট গরম করে নিজেদের প্রচার সহ সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। যুব মোর্চার কেন্দ্রীয় কার্যক্রমের অঙ্গ হিসেবে প্রদেশ যুব মোর্চার নির্দেশ অনুসারে যুব মোর্চার সাংগঠনিক পরিকাঠামোকে আরো শক্তিশালী ও মজবুত করতে প্রতিটি মন্ডলে চলছে নমো যুব চৌপাল কার্যক্রম। উওর জেলার ৫৪ কদমতলা কুর্তি মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে বেলা বারোটা নাগাদ কদমতলা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর মাঠে নমো যুব চৌপাল কার্যক্রমের অঙ্গ হিসাবে আয়োজন করা হয় আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি দলের মনোনীত প্রার্থী মহারানী কৃতি সিং দেববর্মার সমর্থনে বিশাল যুব সমাবেশ। আজকের এই যুব সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কদমতলা কুর্তি মন্ডল যুব মোর্চার সহ-সভাপতি জন্মজিৎ কানু। এই যুব সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি তথা বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুশান্ত দেব।

তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা যুব মোর্চার সভাপতি জয়জিৎ শর্মা, উত্তর জেলার বিজেপি দলের জেলা সভাপতি কাজল দাস, কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব, কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বিদ্যাভূষন দাস, প্রদেশ বিজেপির নেতৃত্ব দিলীপ তাঁতি, কদমতলা কুর্তি মন্ডল সভাপতি রাজা ধর সহ অনান্য নেতৃত্বরা। আজকের যুব সমাবেশের মঞ্চে যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি তথা বিশালগড় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুশান্ত দেবের উপস্থিতিতে এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয় এই যোগদান সভায় ৩৭ পরিবারের ১৭৪ জন ভোটার তৃনমূল কংগ্রেস দল ত্যাগ করে বিজেপি দলে সামিল হয়।

বাড়ির পাশের গাছে যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঃ চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৭ মার্চ ।। এক যুবক ফাঁসিতে আত্মহত্যা করা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে কৈলাসহরের মনুভ্যালি চা বাগানের ৩নং টিলা এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় যে, ওই এলাকার বাসিন্দা দীপেন তান্তুবাইয়ের ২২ বছরের ছেলে মিলন তান্তুবাই। মনুভ্যালি চা বাগানে সরদার হিসেবে কাজ করত।

আজ রবিবার ভোর পাঁচটা নাগাদ সে তার নিজ ঘর থেকে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু সে কাজ থেকে বাড়িতে ফিরে না আসায় একপ্রকার চিন্তিত হয়ে পড়ে তার পরিবারের লোকেরা।পরবর্তী সময় তার পরিবারের লোকেরা খোঁজাখুঁজি শুরু করে।

একসময় মিলন তান্তুবাইয়ের পিতা দিপেন তান্তুবাই দেখতে পায় যে মিলন তান্তুবাই মনুভ্যালি চা বাগানের ৩ নং টিলায় অবস্থিত একটি বেল গাছের মধ্যে ফাঁসিতে ঝুলে রয়েছে। তারপর চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ভিড় জমায়, খবর পাঠানো হয় কৈলাসহর থানায়। ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে কৈলাসহর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। তবে সে কি কারণে আত্মহত্যা করল তা এখনও জানা যায়নি। পরবর্তী সময় মিলন তান্তুবাইয়ের মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করার জন্য কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্ত করার পর তার মৃতদেহ তার পরিবারের লোকেদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়।

উত্তর জেলা জুড়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে গবাদি পশু পাচার, পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৭ মার্চ ।। সর্ষের মধ্যে যেন ভূত লুকিয়ে রয়েছে। উত্তর জেলা জুড়ে গরু এবং মহিষ পাচারের যে চক্র সক্রিয় তার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেও পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ জমেছে সাধারন মানুষের মনে। বার বার এই পাচার কাজে জড়িতদের স্থানীয়রা চিহ্নিত করে দিলেও কোনো এক অদৃশ্য কারনে তারা এখনো খোলা আকাশের নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার পিছনে মোটা অংকের লেনদেন রয়েছে বলেও বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠে এসেছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় ধর্মনগর থানাধীন আনন্দবাজার এসপিও ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায় আব্দুল সামিদ(৫২) নামে এক ব্যক্তিকে দুটি মহিষ সহ আটক করা হয়। ধর্মনগর থানার একটি গাড়ি সেখানে গিয়ে আব্দুল সামির পিতা আব্দুল নূর বাড়ি যুবরাজনগর তাকে আটক করে নিয়ে আসে।

কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে যেদিন আটক করা হয় অর্থাৎ রবিবার সেদিনই আব্দুল সামাদকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ফটিকরায়ের বাচু মিয়া, কৈলাসহরের সুন্দর আলী, আজাদ আলী এবং নান্টু এই মহিষ ও গরু পাচার চক্রের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছে এই অভিযোগ এলাকাবাসীদের পক্ষ থেকে উঠে এসেছে।

পুলিশ সব কিছু জেনে শুনেও নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে বলে অভিযোগ উঠে এসেছে স্থানীয়দের তরফে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলাশাসকের নেতৃত্বে ধর্মনগরের রোডমার্চ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি,ধর্মনগর, ১৭ মার্চ ।। শনিবার লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে কোড অফ কন্ডাক্ট বিথি কার্যকর হয়ে যায়। আগে থেকেই আসা সামরিক বাহিনী এবং পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা রোডমার্চ সংঘটিত করলেও আজ অর্থাৎ রবিবার যে রোডমার্চ সংঘটিত হয় তা ১২ তম লোকসভা নির্বাচনের কোড অফ কন্ডাক্ট বিধি মেনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজকের এই রোড মার্চে, যোগদান করেন উত্তর জেলা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, উত্তর জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাশীষ আহা, বিএসএফ সিআরপিএফ এবং টিএসআর এর জোওয়ানরা।

আজকের এই রোড মাঠ ধর্মনগরের বিবিআই কমপ্লেক্স থেকে শুরু করে হাসপাতাল রোড পর্যন্ত সংগঠিত হয়। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে যাতে মানুষ নির্দধায় তার গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে কোন ধরনের ভয় পায় ভীতির কাছে নতিশিকার না করে তার জন্য ধর্মনগরবাসীকে নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা দিতে এই ধরনের রোডমার্চ সংঘটিত হয়।

শুধুমাত্র জেলা সদর ধর্মনগরে নয় জেলার বিভিন্ন জায়গাতে এই ধরনের রোডমার্চ চলতে থাকবে বলে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জানা যায়।

নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে মাটি চাপা পড়ে গুরুতর আহত শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৭ মার্চ ।। মাটি চাপা পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন এক শ্রমিক। বিশালগড় মহকুমার রঘুনাথপুর এলাকায় মাটি কাটার সময় মাটি চাপা পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন এক শ্রমিক। ঘটনা আহত এই শ্রমিকের নাম সুলেমান মিয়া(৬০)। বাড়ি অরবিন্দনগর এলাকায়। কর্তব্যরত অন্যান্য শ্রমিকরা আহত শ্রমিক সুলেমান মিয়াকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় আগরতলার জিবি হাসপাতালে। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই ব্যক্তি।

আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রবিবার কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে এক সাংগঠনিক বৈঠক আয়োজিত হয়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।